CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৯ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 July, 2023 ■ আগরতলা ১২ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ২৬ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মঙ্গলবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী কের পূজা। ছবি নিজস্ব।

## ঐতিহ্যবাহী কের পূজা অনুষ্ঠিত শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।** ত্রিপুরায় আজ ঐতিহ্যবাহী কের পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে প্রথা মেনে জনজাতি-দের এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কের পূজা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী এক টুইট বার্তায় সকল ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং সকলের সুখ, সম্প্রীতি বিরাজ ও সুস্বাস্থ্যের কামনা করেছেন। পাশাপাশি কের পূজা উপলক্ষ্যে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ত্রিপুরার রাজবংশের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব হলো কের পূজা। শ্রাবন মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে সাত দিনের খারচি পূজা ১৪ দেবতার মন্দিরে শেষ হওয়ার পরের সাত দিনের মাথায় শুরু হয় কের পূজা। হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীর পূজায় যে সব আচার-উপাচার দেখা যায়, তা কের পূজায় দেখা যায় না। প্রথমত, উপাস্য দেব-দেবীর কোনরকম মূর্তি নেই এই পূজায়। এর আচার-অনুষ্ঠান সত্যই অনুপম। আদিভৌতিক শক্তির ভয় থেকে রক্ষা পেতে এই পূজা করা হয় এবং আচার-অনুষ্ঠানের পুরোহিত এবং যার নির্দেশে এই পূজা সম্পাদিত হয় তার নাম চন্তাই। কের পূজায় কঠোরভাবে নিয়ম কানুন মানা হয়। ওই নিয়ম চন্তাই যেমন নিখুঁত ভাবে মানেন, তেমনি এই নিয়ম পালনে জন ঘোষণাও দেওয়া হয়। এটাও তাঁদের পরম্পরাগত রীতি। বলা হয়ে থাকে, যে এই নিয়ম ভঙ্গ করবেন তাঁকে দৈব শক্তির কাছ থেকে শাস্তি পেতে হবে।

কের ও খারচি, উভয় পূজাই রাজ- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘাসফুলই কয়েকটিতে পদ্মের সুভাস

**কলকাতা, ১১ জুলাই।।** পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটের গণনা চলছে। ফলাফলের ধরন দেখে পরিস্কার হয়ে গিয়েছে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘাসফুলই রয়ে গেল। কয়েকটিতে পদ্মের সুভাস মিলছে। তৃণমূল কংগ্রেসের আধিপত্য বজায় রয়েছে। তবে বিজেপি কয়েকটিতে জয় পেয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয়েও রাত পর্যন্ত শেষ হয়নি পঞ্চায়েত ভোটের গণনা। ফলে পঞ্চায়েতের ফল প্রকাশ হয়ে গিয়েছে, তা বলা যায় না। কিন্তু শাসকদল তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণনা শেষের আগেই সম্ভাব্য জয়ের শুভেচ্ছা বার্তা জানালেন গ্রামবাংলার মানুষকে। ফেসবুকে মমতা একটি পোস্টারের ছবি দিয়ে লিখলেন, গ্রামবাংলায় পুনরায় বিকশিত জোড়াফুল। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনাদের অভূতপূর্ব সমর্থন, অকুণ্ঠ ভালবাসা এবং অপার আশীর্বাদে আমি তথা আমার গোটা তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার কৃতজ্ঞ। এই জয় আমার প্রণম্য গণদেবতার জয়।

রাজ্যের ৬১৬৩৬টি আসনে পঞ্চায়েত ভোটের গণনা চলছে। ব্যালট পেপারে ভোট হওয়ায় পঞ্চায়েতে গণনার সময় লাগে একটু বেশিই। তবে মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকেই কিছুটা স্পষ্ট হয়ে যায় পঞ্চায়েতের ফল কোন দিকে যেতে চলেছে। একমাত্র নন্দীগ্রাম ছাড়া প্রায় সব জেলার অধিকাংশ পঞ্চায়েতে তৃণমূলই এগিয়ে ছিল। রাত ৯টা নাগাদ মমতা তাঁর ফেসবুক পেজে ওই পোস্টারের ছবি দেন। পোস্টারে মমতারই ছবি ছিল। হাত জোড় করা হাসিমুখের ছবি। তার পাশে লেখা, "সকল মা-মাটি-মানুষকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।"

ভোটে জয়ের পর মমতা প্রতিবারই তৃণমূলের তরফে বাংলার মানুষকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানান। গত ১২ বছরে এই নিয়ম কখনও বদলায়নি। পঞ্চায়েত ভোটের গণনার দিনও তাই সেই ধারা বজায় রেখেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মমতা। তফাৎ শুধু এটুকুই যে, খাতায় কলমে এখনও জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়নি তৃণমূলকে। যদিও গণনার ধারায় স্পষ্ট, মমতা যা বলেছেন, ফল তার থেকে আলাদা হবে না। সম্ভবত সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই আগাম জয়ের ঘোষণা করেছেন মমতা। তার পোস্টারে তৃণমূলের তরফে তিনি বার্তা দিয়েছেন, "এই নির্বাচন আবার প্রমাণ করল, বাংলার মানুষের মনে এখনও তৃণমূল কংগ্রেসই আসীন।"

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## নতুনবাজারে ছয়টি দোকান ও এক বাড়িতে চুরি, সর্বস্ব লুট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।** উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলা থানাধীন নতুনবাজার এলাকায় একই রাতে ছয়টি দোকান সহ একটি বাড়িতে হানা দিলো চোরের দল। ঘটনা সোমবার গভীর রাতে।

মঙ্গলবার সকালে ছয় দোকানের মালিক দোকানে এসে দেখেন তাদের দোকানের তালা ভাঙা। এই দোকানগুলির মধ্যে রয়েছে একটি সরকারী ন্যায্যমূল্যের দোকান, তিনটি মুদির দোকান, দুটি সেলুন। দোকানগুলি থেকে লক্ষাধিক টাকা ও সামগ্রী নিয়ে গেছে চোরের দল। এদিকে একই রাতে বাজার সংলগ্ন অজিত দাসের বাড়িতেও হানা দেয় চোর।

ঘরের পেছনে গ্রিলের তালা ভেঙে চোর ঘরে প্রবেশ করে। ষ্টীলের আলমারি ভেঙে স্বর্ণালংকার সহ দুটি মোবাইল ও নগদ প্রায় বারো হাজার টাকা নিয়ে গেছে। এছাড়াও ঘরে থাকা বাইক নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। ঘরের ড্রেসিং টেবিল বাইরে বের করে তার ভেতরে রাখা জিনিসপত্র নিয়ে গেছে চোর। এতো কিছু ঘটনা ঘটার পরও রাতে তারা কিছুই টের পাননি। তাদের ধারণা চোরের দল তাদের উপরে ঘুম পাড়ানোর কোন কিছু স্প্রে করেছে।

## বাম শ্রমিক সংগঠনগুলির আজ বিধানসভা অভিযান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।** বামপন্থী তিনটি শ্রমিক সংগঠনের ডাকে বুধবার বিধানসভা অভিযানে। ১৫ দফা দাবি নিয়ে এই অভিযান করবে জিএমপি, সারা ভারত কৃষক সভা, খেতমজদুর ইউনিয়ন। রবীন্দ্র ভবন থেকে এই মিছিল বিধানসভার উদ্দেশ্যে রওনা হবে এমনটাই জানালেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর। এরপর বিধানসভায় প্রতিটি মুখ্যমন্ত্রীর সহ বিধায়কের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে ১৫ দফা দাবি সম্মিলিত এই স্মারক লিপিটি।

যাতে রাজ্যের মানুষ এই বিষয়ে অবগত হতে পারেন। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের পর এটাই বামপন্থী গণসংগঠনের প্রথম বিধানসভা অভিযান। পবিত্র কর বলেন এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে রাজ্যের কৃষকদের অবস্থা জমিয়া ও খেদমজুরদের অবস্থা সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে জানানো। সরকার নিরব দর্শকের ভূমিকায় থাকায় জমিয়া ক্ষেতমজুর কৃষক আজ সংকটের মুখে। তিনি অভিযোগ করেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কদমতলায় সিডিপিও অফিসে ঘুঘুর বাসা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।** দুর্নীতি যেন পিছু ছাড়ছে না কদমতলা সিডিপিও অফিসকে। প্রতিদিন দুর্নীতির পাহাড় একের পর এক বেরিয়ে আসছে। ৪৪৩১ কেজি চাউল এবং ৯৭০ কেজি ডাল অতিরিক্ত রয়ে গেছে যার কোন হিসাব দিতে পারছে না অফিস কর্তৃপক্ষ। ৩১৯ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কম কম চাউল ও ডাল দিয়ে যে অতিরিক্ত চাউল ও ডাল সঞ্চয় করে রেখেছিল বিক্রির জন্য তা এখন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

কোথা থেকে আসলো এই চাউল ও এই ডাল। কাকে কাকে অর্থাৎ কোন কোন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে কম দিয়ে সেখানকার বাচ্চাদেরকে বঞ্চিত করে খোলা বাজারে বিক্রি করার জন্য নিজেদের পকেট ভারি করতে রাখা হয়েছিল তার হিসাব চাইছে এখন উত্তর জেলা আইসিডিএস।

২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ পরপর দুই অর্থবছরে সাড়ে ২২ হাজার পাটের বস্তা বিক্রি করা হয়েছে। যা নিয়ম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে

## আজ গান্ধীঘাটে মৌন সত্যাগ্রহ পালন করবে প্রদেশ কংগ্রেস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।** সারা দেশের সাথে রাজ্যেও আগামীকাল সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা অব্দি রাজধানীর গান্ধীঘাটে মৌন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নেবে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। আজ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারন সম্পাদিকা জারিতা লাইতফ্লাং।

তিনি বলেন কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় নেতা রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদকে অযোগ্য করে দিতে ঘৃন্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র শুরু করেছে শাসক দল বিজেপি। তাছাড়া গুজরাট উচ্চ আদালতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে এই মৌন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আয়োজন করা হয়েছে।

এদিনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বটতলায় অটোর ধাক্কায় গুরুতর আহত দিনমজুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।** অটোর ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক শ্রমিক। বটতলা সংলগ্ন এলাকার স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকল বাহিনীকে খবর পাঠিয়েছিলেন।দমকল বাহিনী তাঁকে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, আজ সকালে বটতলা এলাকায় অটো এক শ্রমিককে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। অটোর ধাক্কায় ওই শ্রমিক রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকল বাহিনীকে খবর পাঠিয়েছিলেন।দমকলকর্মীরা আহত শ্রমিককে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁকে জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, আহত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# প্রধানমন্ত্রী মোদীর নয় বছরের কাজকর্ম নিয়ে জনসম্পর্ক অভিযানে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নয় বছরের কাজকর্ম জন সম্মুখে তুলে ধরতে রিপোর্ট কার্ড হাতে নিয়ে মঙ্গলবার বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ধলেশ্বর স্থিত ১২-নম্বর বুথে বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়েছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নয় বছরের কাজকর্ম জন সম্মুখে তুলে ধরতে ত্রিপুরায় একমাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে প্রদেশ বিজেপি। এরই অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক কাজের রিপোর্ট কার্ড হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন সমস্ত নেতা, মন্ত্রী, সাংসদরা। এরই অঙ্গ হিসেবে বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ধলেশ্বর স্থিত ১২-নম্বর বুথে জনসম্পর্ক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমাজের প্রত্যেক মানুষের জন্য যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তাতে জনগণ সন্তুষ্ট হয়েছেন।

সাথে তিনি যোগ করেন, মানুষের সাথে জনসর্মক অভিযানের পর বুঝতে পেরেছি জনসাধারণ চাইছেন নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। সকল অংশের মানুষ তাঁর নেতৃত্বে সরকারকে সমর্থন করেন। কারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দুই দিদিমনি

## প্রধানের দেয়া চাকরি হারিয়ে প্রতারণার অভিযোগ মহিলার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।** রাজ্যের কোথাও না কোথাও নজিরবিহীন ঘটনার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। আজ এমনই একটি খবর উঠে এলো সামাজিক মাধ্যমে। এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দুই জন দিদিমনি। একজনের নিযুক্তি দিয়েছ আই সি ডি এস এর সিডিপিও। তার নিযুক্তির কাগজও দপ্তর থেকে তার হাতে এসে পৌঁছেছে। তিনি এই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে হেলপার হিসেবে কাজ করতেন। নাম অপর্ণা দেবনাথ।

কিন্তু অবাক করা বিষয় হচ্ছে আরেকজন কেগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিযুক্তি দিয়েছে ওই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে দিদিমণি হিসাবে। যা অবৈধ বলে আইসিডিএস দপ্তর থেকেই জানা গেছে। দপ্তরের বক্তব্য কোন অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের দিদিমনি হিসাবে একমাত্র নিযুক্তি দিতে পারে সিডিপিও। তাও আবার গ্রাম পঞ্চায়েত বা কোন নগর পঞ্চায়েত থাকলে সেখানকার প্রধান বা চেয়ারম্যানের অনুমোদন থাকতে হবে। সেই ক্ষেত্রে অপর্ণা দেবীর থাকলেও অন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## উল্টোরথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহতদের আর্থিক সহায়তা দিলেন মন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।** কুমারঘাট উল্টো রথযাত্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। পাশাপাশি তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তর ও মৎস্য দপ্তরের সহায়তায় পাঁচজন আহত পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে বলেন, কুমারঘাটে উল্টো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পাবিয়াছড়া বাজারের শৌচালয়ের পাশে অজ্ঞাত পরিচয়ের যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।** বাজারের শৌচালয়ের পাশে অজ্ঞাত পরিচয়ৌ এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পাবিয়াছড়া বাজারে ওই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাজারের স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে কুমারঘাট পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে খবর পাঠিয়েছিল। দমকল বাহিনী মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কুমারঘাট হাসপাতালে পাঠিয়েছে।। পুলিশ জানিয়েছেন, পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ময়না তদন্তের পর মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকালে পাবিয়াছড়া বাজারের শৌচালয়ের পাশে এক যুবককের মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিলেন স্থানীয় মানুষ। সাথে সাথে তাঁরা থানায় ও দমকল বাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দমকল বাহিনী মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কুমারঘাট হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি।ময়না তদন্তের পর মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তিনি আরও জানিয়েছেন, মৃত যুবকের বয়স আনুমানিক ৩১ বছর হবে। মৃতের এখনো পর্যন্ত পরিচয় জানা যায়নি।আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু, কয়েক লক্ষ কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবেন ঃ খাদ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।** আজ থেকে ত্রিপুরায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তাতে, ত্রিপুরায় কয়েক লক্ষ কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। আজ সকালে জিরানিয়া মহকুমার মাধববাড়ীস্থিত আন্তঃ রাজ্য ট্রাক টার্মিনাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রত্যয়ের সুরে একথা বললেন খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, আজ থেকে ত্রিপুরার খাদ্য ও জন সংভরণ এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে চলতি রবি মরসুমের ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এরই অঙ্গ

হিসেবে আজ মাধববাড়ীস্থিত আন্তঃ রাজ্য ট্রাক টার্মিনাসে এফ.সি.আই -র উদ্যোগে জিরানিয়া মহকুমার কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে আবারও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আরও একজন চাকরিচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।** আরো একজন চাকুরীচুত ১০৩২৩ শিক্ষকের মৃত্যু হল। এই নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ১৫৮। ২০২০ সালে মার্চ মাসে চাকরি যাওয়ার পর দিশেহারা হয়ে পড়ে শিক্ষকরা। মানসিক অবসাদে কেউ আত্মহত্যা আবার কেউ অসময়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়।

মঙ্গলবার সকালে মোহনপুরের ভগবান কোবরা পাড়ার বাসিন্দা অজিত দেববর্মা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিনিও ১০৩২৩ চাকুরীহারা শিক্ষকদের মধ্যে একজন। চাকরি যাওয়ার পর পরিবার পরিজনদের নিয়ে জীবন অতিবাহিত করার মত পরিস্থিতি ছিল না তার। চাকুরীহারা যন্ত্রণা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## যুবকদের আত্মনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।** বামুটিয়া মন্ডল ও সংযুক্ত মোর্চার উদ্যোগে চলতি শিক্ষা বর্ষের বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ন ১১ শো ছাএ-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় গান্ধীগ্রাম স্থিত বৈদ্যনাথ কমিউনিটি হলে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস সহ অন্যানরা।

এদিন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দিয়ে সম্মানিত করা হয়। উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় ছাত্র যুব সমাজকে আত্মনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন এ বছর যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা নতুন ভোটার হিসেবে ভোট দেবেন। তাদেরকে উৎসাহিত করা বিজেপি দলের অন্যতম দায়িত্ব। এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় আরো বলেন সরকারি চাকুরীর করে কোন ব্যক্তি তার পরিবারকে স্বনির্ভর করতে পারে।

কিন্তু কোন যুবক যুবতী নিজস্ব উদ্যোগে আত্মনির্ভর হলে শিল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৬৮ ▫ ১২ জুলাই ২০২৩ ইং ▫ ২৬ আষাঢ় ▫ বুধবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

## জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণই জনসংখ্যা দিবসের ভাবনা

প্রতি বছর ১১ জুলাই দিনটি পালন করা হয় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস হিসেবে। ১৯৮৯ সালে ইউনাইটেড নেশনস বিশ্বব্যাপী ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯০ সালের ১১ জুলাই প্রথম বারের মতো ৯০টি দেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপিত হয়।এ বছর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের কেন্দ্রীয় থিম, "লিঙ্গ সাম্যই শক্তি"। নারী এবং শিশুকন্যার স্বাধীনতা, অধিকারের ইস্যুটিকে মাথায় রাখিয়াই এই বিশেষ থিম। বিশ্বজুড়িয়া ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং পরিবেশের ওপর তাহার প্রভাব নিয়া মানুষকে সতর্ক এবং সচেতন করাই এই দিন পালন করিবার মূল উদ্দেশ্য। দ্রুত বাড়িতেছে জনসংখ্যা। তাহার ভালো-মন্দ এবং অন্যান্য দিকগুলি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াইতে প্রতি বছর ১১ জুলাই 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস' পালন করা হয়। মারাত্মক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এর ফলে নষ্ট হইতেছে স্থিতাবস্থাও। পাশাপাশি অবনতি হইতেছে মহিলাদের স্বাস্থ্যেরও।১৯৮৯ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচির তৎকালীন গভর্নিং কাউন্সিল এই দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১১ জুলাই, ১৯৯০ তারিখটি থেকে ৯০টিরও বেশি দেশে প্রথম এই দিনটি পালিত হয়। তাহার পর থেকে, সরকার ও সুশীল সমাজের সহযোগিতায় ইউএনএফপিএ জাতীয় অফিসের পাশাপাশি অন্যান্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করিয়া আসিতেছে।এই বছরের থিম হইল '৮ বিলিয়নের বিশ্ব: সকলের জন্য একটি স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যৎ'। পৃথিবীতে বর্তমানে ৮ বিলিয়ন মানুষ বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সবার সমান অধিকার এবং সুযোগ নেই।বহু মানুষ তাঁদের লিঙ্গ, জাতি, শ্রেণী, ধর্ম, যৌন অভিমুখ, অক্ষমতা এবং নাগরিকত্বের উপর ভিত্তি করিয়া বৈষম্য, হয়রানি এবং হিংসার সম্মুখীন হন। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বহু জায়গাতেই মানবাধিকারও খর্সব হয়। এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াইতেই দিনটি পালন করা হয়।সারা বিশ্বে এদিন নানা ধরনের সেমিনার, আলোচনাসভা, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, নানা ধরনের প্রতিযোগিতা, স্লোগান, কর্মশালা, বিতর্ক, গান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়।বর্ধিত জনসংখ্যা দিনে দিনে এ বিশ্বের মাথা ব্যথার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। জনসংখ্যা অনেকগুলি ক্ষেত্রে মানবসভ্যতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলিয়া দেয়। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলারই দিন আজ। '

## চোখে ব্যান্ডেজ বেঁধে অপারেশন থিয়েটারে চিকিৎসকদের সঙ্গে গান ধরলেন সৌমিত্র

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স.): অপারেশন থিয়েটারের মতো জায়গাতেও যে এত প্রাণবন্ত থাকা যায়, এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন সংগীতশিল্পী সৌমিত্র রায়। হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে চিকিৎসকদের সঙ্গে গান গাইলেন সৌমিত্র রায়। চিকিৎসকদের মধ্যমণি হয়ে পুরনো দিনের """কান্দে শুধু মন কেন কান্দে রে""" গান ধরলেন। স্বাভাবিকভাবেই সৌমিত্রকে কাছে পেয়ে খুশি মুকুন্দপুরের চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসকরা। চোখে ব্যান্ডেজ বেঁধেও শিল্পীসত্ত্বার এক উজ্জ্বল নজির গড়লেন সৌমিত্র রায়।

উল্লেখ্য, বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে সদ্য চোখের ক্যাটারাক্ট অস্ত্রোপচার হয়েছে শিল্পীর। বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ আছেন সৌমিত্র মঙ্গলবার এমনটাই খবর হাসপাতাল সূত্রে। আর সেই জন্যই অপরেশনের পরেই, একেবারে অপরেশন থিয়েটারে বসে শিল্পী গেয়ে উঠলেন ভূমি ব্যান্ড—এর সেই বিখ্যাত নস্ট্যালজিয়ায় মোড়া গান """কান্দে শুধু মন কেন কান্দে রে।""" তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন হাসপাতালের চিকিৎসকেরাও।

## 'ও মাই গড ২'-এর টিজারে অক্ষয়ের শিব তাণ্ডব

মুম্বাই, ১১জুলাই (হি.স.): অভিনেতা থেকে ভগবান। শিব হয়ে এবার তান্ডব শুরু করলেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার। মঙ্গলবার প্রকাশ্যে এল কুমার কুমারের আগামী ছবি 'ও মাই গড ২'-এর টিজার।

মাথায় জটা, হাতে ডমরু নিয়ে নয়া অবতারে বলিউড খিলাড়ি অক্ষয় কুমার। ও মাই গড ২ ছবির টিজারের প্রথম ঝলকেই অক্ষয় বুঝিয়ে দিলেন এই ছবি বক্স অফিসে হইচই ফেলে দেবে। তবে শুধু অক্ষয় নয়, ঝলকে দেখা মিলল পঙ্কজ ত্রিপাঠীরও।

২০১২ সালে মুক্তি পায় """ওহ মাই গড"""। মুক্তির সময় তো বটেই, তারপরেও বছরের পর বছর ধরে এই ছবি বারবার প্রশংসিত হয়েছে। ফলে ছবির দ্বিতীয় ভাগের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন অনুরাগীরা। অবশেষে ছবির মুক্তির তারিখ এল প্রকাশ্যে। আগামী ১১ আগস্ট ২০২৩ সালে মুক্তি পাবে """ওহ মাই গড ২"""।

## ভোটগণনার মাঝেই পুনর্নির্বাচনের দাবিতে হাই কোর্টে মামলা শুভেন্দুর

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি .স.) : পঞ্চায়েত ভোটের গণনা একেবারে মধ্যগগনে। বহু যোজন এগিয়ে রাজ্যের শাসক দল। তারই মধ্যে পুনর্নির্বাচনের দাবি তুলে ফের আদালতের দ্বারস্থ হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

মঙ্গলবার গণনা চলাকালীনই ৬ হাজার বুথে ফের ভোটগ্রহণের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে যান তিনি। বুধবার এই মামলা-সহ একাধিক মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা। সোমবারই তিনি প্রচারমাধ্যমে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন এই মামলার ব্যাপারে।মঙ্গলবার শুভেন্দু অধিকারীর তরফে আইনজীবী শ্রীজীব চক্রবর্তী আদালতে বিষয়টি উল্লেখ করেন। তাঁর আবেদন মেনে মামলা দায়েরের অনুমতি দেয় উচ্চ আদালত।এদিন পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার অভিযোগ এনে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার, হাওড়ার পাঁচলা, উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক কেন্দ্রে পুনরায় ভোট ও হিংসার অভিযোগ সামনে এনে মামলা দায়েরর আবেদন জানান প্রিয়াঙ্কা। হাওড়ার জয়পুরের ঘটনা সামনে এনে সিপিএমও এদিন মামলা করেছে। সমস্ত মামলা একসঙ্গে শোনার আশ্বাস দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এর আগেও পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন-সহ একাধিক আবেদন নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধীরা। পরবর্তীতে ভোট বাতিলের দাবিও তোলা হয়। তবে গণনা চলাকালীন এতগুলি বুথে ফের ভোট চেয়ে শুভেন্দুবাবুর হাই কোর্টে যাওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

## পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ও হিংসা সমার্থক হয়ে উঠেছে : সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গে হিংসার তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ও হিংসা সমার্থক হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য গুলি, বোমাবাজি, খুন এবং ভোট কারচুপির মতো শব্দগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে...এটি আকস্মিক নয়, এটি রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট গণতন্ত্রের হত্যা।'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'কিছু নির্লজ্জ মানুষ গণতন্ত্রের মৃত্যু এত সহজে বহন করতে পারে, কিন্তু নিজেদের "আকাঙ্খার" মৃত্যু নয়! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় "মা", "মাটি" এবং "মানুষ" নিয়ে কথা বলতেন।

# কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার

# ভাস্কো দ্য গামার দৃষ্টি, কলম্বাসের অতৃপ্তি !

স্বপনকুমার মণ্ডল

প্রকাশের আকাশের স্বপ্নেই শিল্পী সাহিত্যিকের অন্তহীন পথচলা। সে আকাশে বর্ণরঙিণ হাতছানিই তাঁকে সৃষ্টিতে সক্রিয় করে, সচল রাখে আজীবন। সেখানে পবিত্র অসন্তোষ যেমন অস্থির করে তোলে, অতৃপ্তিবোধের যন্ত্রণা তেমনই তার পাথেয় হয়ে ওঠে। এজন্য প্রতিষ্ঠা বা পরিচিতিতে শিল্পী-সাহিত্যিকের পথচলা থেমে পড়ে না, নাম-যশ-খ্যাতিতেও পথ শেষ হয়ে যায় না। সেই অবিরাম পথেই কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের (১০ মা ১৯৪৪-৮ মে) অভিযান শুরু হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের উত্তরসীমান্তবর্তী পার্বত্য জনপদ চা-বাগান অধ্যুষিত তরাই -ডুয়ার্সের জনজীবনকে নিবিড়ভাবে জুড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় ভূমিকা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিলেও তাঁর মধ্যে অচেনা মানুষের অনুসন্ধানী প্রয়াস আজীবন জারি ছিল। শুধু তাই নয়। সেখানে তার আশাবাদী চেতনার প্রসার নানাভাবেই আকাশ হয়ে উঠেছে। তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যেও সেই বিশ্বাসের বাতিঘর জনমানষকে উদ্দীপ্ত করে, পথচলাতেও আলো দেখায়। জীবনযুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা জোগানোয় বিশেষ করে ঔপন্যাসিক সমরেশের পাঠকসমাদর আপনাতেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। সেক্ষেত্রে সময়ের প্রতিকূল অনেকেই যেখানে আত্মগোপন করে পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকেন, সমরেশ মজুমদার সেখানে সময়ের সঙ্গেই পথ হেঁটেছেন আমৃত্যু। সময়ের বিমুখতায় মানুষের জীবনের গতি রুদ্ধ হয়ে দেলে তা মৃত্যুর নামান্তর। আর তা থেকে উত্তরণের পথে আত্মবিশ্বাস যেমন জরুরি, সম্ভাবনাময় অচেনা মানুষের হদিশ মেলানো তেমই প্রত্যাশিত। সমরেশ মজুমদার তাঁর কথাসাহিত্যে সাধারণের মধ্যেও বলিষ্ঠ জীবনপ্রত্যয়ী অসাধারণ সেই অচেনা মানুষের অনেচা গন্ধে কথায় নিমগ্ন ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে সময়ের অনুবাদ মূর্ত হয়ে উঠেছে, অপরাজয় জীবনীশক্তিতে প্রতিবাদী চেতনও প্রচ্ছন্ন থাকেনি, সাফল্য বা ব্যর্থতা নয়, উত্তাশই সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে।

সমরেশ মজুমদার অত্যন্ত সচেতন ভাবেই সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। আর তা বোঝা যায় তাঁর উঁচু তারে বাঁধা মনের লক্ষ্যে অবিচল পথচলায়। তাঁর সাহিত্যচর্চার কথা তিনি নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেসবের মধ্যের তার আপাত রাশভারী ব্যক্তিত্বের মধ্যেও অকপট প্রকৃতিতে কোনো রকম গোপনাতা বা আড়াল করার অবকাশ নেই। অকৃত্রিমভাবে তিনি নিজেকে মেলে ধরেছেন নানা ক্ষেত্রে, বিভিন্ন মাধ্যমে। লেখালেখির ক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের শীর্ষ দেশ থেকে লেখার সূচনাকে মান্যতা দিয়ে সমরেশ মজুমদার প্রথম থেকেই তাঁর লক্ষ্যভেদী অর্জুনকে চিনিয়ে দিয়েছেন। এজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে এম এ পড়ার সময় নাটক লিখতে গিয়ে তা গল্পে রূপান্তর করে সবচেয়ে নামকরা পত্রিকা 'দেশ' এ প্রকাশের জন্য মাসের পর মাস তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করেছিলেন। অথচ অন্য পত্রিকায় তা অনায়াসেই ছাপা হত। সমরেশ মজুমদার জীবনের পড়ন্ত বিকেলেও সে কথা স্মরণ করেছেন। 'বইয়ের দেশ'-এর (জানুয়ারি-মার্চ ২০১২) সাক্ষাৎকারে তিনি প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন 'আমি পড়েছিলাম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কোনও লেখাতে, যে শুরু করা উচিত চূড়া থেকে। চূড়া বলতে তখন 'দেশ' পত্রিকা। আর 'দেশ' পত্রিকায় তখন ব্যাপক প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ভিড়। বিমল মিত্র থেকে তারাশঙ্কর, তার সঙ্গে ছিল বিমল করের দশ বিখ্যাত অশ্বারেহী ঘোড়া। বিমলদার প্রধন শিষ্যরা ছিলেন, রতন ভট্টাচার্য, থেকে শীর্ষেবৃন্দরা, দীপেন্দ্রনাথ ,এমন অনেক। সেই চাঁদের আকাশে নিজেকে দেখতে চেয়ে সমরেশের দীর্ঘ প্রতীক্ষাই বলে দেয় তাঁর সাহিত্যিক হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার কত সুগভীর আত্মসংযম ও অবিচল লক্ষ্যাভিমুখী সনিষ্ঠ সাধনা ছিল। সেসময় 'দেশ'-এর গল্প দেখতে বিমল কর তাঁর কাছেই সমরেশ গল্প নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে তিন মাস, পরে আরও এক মাস, তারপর আরও সপ্তাহখানেক হন্যে হয়ে ঘুরে ছাপা হবে শুনে অধীর অপেক্ষার মধ্যেই পিয়নের 'অনোনীত' চিঠির সঙ্গে গল্প ফেরত পেয়ে ভেঙে পড়া সমরেশ রাগে ফোনে বিমল করকে টেলিফোন করে তাঁর কথা না রাখার জন্য তাঁকে দুকথা শুনিয়ে দেন। শেষে পিয়নের ভুলে প্রেসে না গিয়ে লেখরে কাছে চলে যাওয়া গল্পটি 'দেশ' -এ ছাপা হয়। ১৯৬৭-এর সেপ্টেম্বরে 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয় সমরেশের প্রথম গল্প 'অন্তরাত্মা'। তখন তাঁর বয়স তেইশ বছর। ঐ বয়সে 'দেশ'-র মতো অভিজাত পত্রিকায় গল্প প্রকাশ ও তার জন্য পনেরো টাকা সম্মান দক্ষিণা পেয়ে সমরেশের অন্তরাত্মা হেসে উঠলেও তাঁর আত্মসংযম একটুও টলেনি, বরং আরও লক্ষ্যভেদী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ঐ বয়সে প্রথম গল্প প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অসীম ধৈর্য ও লক্ষ্য সচেতন প্রকৃতির মধ্যেই তাঁর সুপরিকল্পিত মনের পরিচয়ই শুধু নয়, সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ও নিবিড় হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে তাঁর উঁচু তারে বাঁধা মনের কথায় স্বাভাবিক ভাবেই অসীম ধৈর্য পরীক্ষার কথা আভিজাত্য লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমরেশ মজুমদার অচিরেই 'দেশ'-এর গল্পকার হিসাবে দশজনের একজন হয়েছিলেন। বিমল করের পরিকল্পনায় 'দেশ'-এর সাহিত্য সংখ্যায় (১৩৮৪) 'দশ জন লেখক' শিরোনামে সমকালীন দশজন তরুণ গল্পকারের নিজেদের লেখা ও লেখক-জীবন নিয়ে আমন্ত্রিত লেখা প্রকাশিত হয়। সেখানে সমরেশ মজুমদার তাঁর আত্মকথায় প্রথম গল্প প্রকাশের কথা নিবিড়ভাবে তুলে ধরেছেন। আবার সুদীর্ঘকাল পরে 'বইয়ের দেশ'-এও সেকথা হাজির করেছেন। আর তাতেই বিমল করের তিন মাস পরে এসে খোঁজ নেওয়ার কথাই ছয় মাস হয়েছে। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষাই যে সমরেশের আত্মপ্রকাশের অবিচলিত আভিজাত্যকে চিনিয়ে দেয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রকাশের প্রসব বেদনার চেয়ে সমাদরের আভিজাত্য যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে সমরেশের চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধও তাঁকে স্বতন্ত্র করে তোলে।

পারিবারিক ভাবে সাহিত্যের পরিবেশ না পেলেও তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশের অদম্য ইচ্ছা তাঁকে ক্রমশ সক্রিয় করে তুলেছিল। ক্লাস এইটে পড়ার সময় শরৎচন্দ্রে 'শ্রীকান্ত' পড়ে 'ফ্রকপরা ডাঁটো মেয়ে দেখলেই' তাঁর রাজলক্ষ্মীর কথা মনে হত। সেই সময় তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত 'দেশ' পত্রিকা আসত। ১৩৮৪-র 'দেশ সাহিত্যি সংখ্যা'য় সমরেশ জানিয়েছেন 'হঠাৎ দুপুরে অঙ্ক কষার ভাণ দেখিয়ে পাশের বাড়ির মেয়েটিকে নায়িকা করে গল্প লিখে ফেললাম এক পাতার, লিখে দেশ পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলাম। সে লেখা এখনও ফেরৎ পাইনি।' কিন্তু তাতেও তিনি নিরাশ হননি, বরং আরও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর ভাষায়, 'কিন্তু ভূত চেপে গেল মাথায়'। বাড়ির বদলে স্কুলের ঠিকানা দিয়ে গোপনে লেখালেখি চলতেই থাকে তাঁর। একদিন সাফল্যও এল, সঙ্গে হেড মাস্টারমশাইয়ের স্কুল থেকে তাড়ানোর চেতাবনি। স্যারের ছুঁড়ে দেওয়া সেই মালা সিনহার বুক উঁচিয়ে থাকা ছবির প্রচ্ছদে ঝমকমে পত্রিকাটি কুড়িয়ে এনে কালো অক্ষরে নিজের নাম দেখার আনন্দে মেতে ওঠা ছিল তাঁর লেখক হওয়ার প্রথম কদম ফুল। সেই পত্রিকাটির নাম 'চিত্রবাণী'। এরপর লিখলেও সাফল্য আসেনি, পিয়ন এসে দ্রুত ফেরত দিয়ে গেছে সেসব। সেক্ষেত্রে নাটকের দলের জন্য লেখা নাটকের গল্পরূপ দিতে গিয়ে তাঁকে লেখক হতে হয়েছে বলে সমরেশের বিনয়ী মনোভাবে বিভ্রান্ত হওয়ার অবকাশ থেকে যায়। তিনি সাহিত্যিক হয়েছেন একান্ত সদিচ্ছায় ও সুপরিকল্পিত নিষ্ঠায়। তা না হলে প্রথম থেকেই তাঁর নাছোড় প্রকৃতি এত সবুজ হত না। অন্যদিকে 'দেশ'-এ গল্প লেখার সদিচ্ছা তাঁর প্রথম থেকেই সক্রিয় হয়েছিল তা ক্রমশ সাহিত্যবোধে জারিত হয়ে আরও পরিণত হয়েছে মাত্র। অন্যদিকে লেখার ক্ষেত্রেও তাঁর আত্মসচেতনা প্রথম থেকে স্বক্রিয় ভাবনায় স্বতন্ত্র ও অভিজাত। সেখানে 'কী লিখব' ও 'কীভাবে লিখব' তাও নিবিড় হয়ে উঠেছে। সাধারণত লিখতে লিখতে সেসবের ধারণা গড়ে ওঠে, আত্মপ্রকাশের তীব্রতায় তা নিয়ে নিজস্ব ভাববিগ্রহ গড়ে তোলা দুরূহ। সময়ান্তরে চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটে, গড়ে তোলা ধারণাও ভেঙে যায়। সেখানে সাহিত্যজীবনের সূচনায় যে মূল্যবোধে লক্ষ্য স্থির হয়ে পড়ে, তাও অচিরেই পরিণতমনস্কতায় পরিবর্তিত হতে থাকে। সেক্ষেত্রে সমরেশের লক্ষ্যভেদী স্থিরতা বিস্ময়কর মনে হয়।

> পারিবারিক ভাবে সাহিত্যের পরিবেশ না পেলেও তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশের অদম্য ইচ্ছা তাঁকে ক্রমশ সক্রিয় করে তুলেছিল। ক্লাস এইটে পড়ার সময় শরৎচন্দ্রে 'শ্রীকান্ত' পড়ে 'ফ্রকপরা ডাঁটো মেয়ে দেখলেই' তাঁর রাজলক্ষ্মীর কথা মনে হত। সেই সময় তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত 'দেশ' পত্রিকা আসত। ১৩৮৪-র 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা'য় সমরেশ জানিয়েছেন 'হঠাৎ দুপুরে অঙ্ক কষার ভান দেখিয়ে পাশের বাড়ির মেয়েটিকে নায়িকা করে গল্প লিখে ফেললাম এক পাতার, লিখে দেশ পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলাম। সে লেখা এখনও ফেরৎ পাইনি।'

আসলে সমরেশ তাঁর স্বকীয় পথেই সাহিত্যচর্চায় প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছিলেন। সেখানে তাঁর কাছে সাহিত্যের আবেদনের চেয়ে তাঁর সাহিত্যগত আদর্শ ও লক্ষ্য প্রাধান্য লাভ করে। শুধু তাই নয়, তাতে লেখার চেয়ে লেখকের মতাদর্শই আভিজাত্যবোধে উগ্রমূর্তি ধারণ করে। সমরেশের ক্ষেত্রেও তা প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁর সাহিত্যে স্বতন্ত্র আভিজাত্যের মূলে যে তাঁর স্বকীয় মতাদর্শ ছিল, সেকথা তাঁর 'দেশ'-এর লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠাপর্বের আত্মকথাতেই প্রকট হয়েছে। বিশ শতকের ষাটের দশকে তাঁর গল্পকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ থেকে সত্তরের দশকে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দৌড়' প্রকাশের কালপ্রবাহ ছিল তীব্র অস্থিরতায় উদ্বিগ্নময়। নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঢেউ সারা বাংলাকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। সেখানে অস্থির সমর্যাবর্তের মধ্যেও তাঁর সাহিত্যচর্চায় লক্ষ্যভেদী মানসিকতা স্থির হয়েছিল। সেক্ষেত্রে সমকালের 'বাজার কাটতি বাংলা উপন্যাস'-এ নির্লিপ্ত উদাসীন 'মৃতপ্রায় সৎ মানুষ' -এর প্রতি সমরেশের তীব্র অনীহা ঝড়ে পড়েছে। তিনি যে মানসিক ভাবে মৃতপ্রায় মানুষের কথা লিখতে চান না, জীবিত ও বলিষ্ঠ মানুষকেই তাঁর সাহিত্যে নিবিড় করে তুলবেন, সেকথাও স্পষ্ট করে তুলেছেন। 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা'য় (১৩৮৪) 'জীবিত মানুষের গল্প' শিরোনামে সমরেশ আত্মকথার শেষে জানিয়েছেন 'আমি বিশ্বাস করি জীবিত মানুষকে নিয়ে আমি কিছু লিখতে পারবো। একটি মানুষ নিজের রোজগারের টাকায় মদ্যপান করতে পারেন, বেশ্যালয়ে যেতে পারেন এবং মাথা উঁচু করে সন্তানের হাত ধরে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যেতে পারেন-এইরকম টাটকা মানুষের আগে আমি কখনই অসৎ ছাপ লাগাতে রাজী নই। কিন্তু যে মানুষের মনের মুখে লক্ষ মানুষের মুখোশ পরানো, মেরুদণ্ড বস্তুটি যার শরীরে নেই তাকে আমি এখনও লেখার বিষয়বস্তু বলে ভাবতে রাজী নই। আমি এইসব মৃত মানুষের গল্প লিখতে চাই না।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখন মরেশ 'দেশ-'এর রীতিমতো নিয়মিত লেখক। অথচ দীর্ঘদিন তিনি শুধু ছোটগল্প লিখেছেন 'দেশ'-এই। অবশেষে 'দেশ' -এর সম্পাদক সাগরময় ঘোষ নিজে থেকেই তাঁক পুজো সংখ্যায় উপন্যাস লেখার আমন্ত্রণ জানানোয় তাঁর প্রথম উপন্যাস দৌড়'ও 'দেশ'-এর বিনোদন সংখ্যায় (ডিসেম্বর ১৯৭৫) প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কলকাতার রেসকোর্সকে নিয়ে লেখা উপন্যাসটি সাড়া ফেলে দিয়েছিল। অন্যদিকে প্রথম উপন্যাস লিখে নামকরা নিয়ে সমরেশের লক্ষ্যভেদী প্রতীক্ষাও স্মরণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৫ এই আট-নয় বছর ছোটগল্প লিখলেও উপন্যাসে হাত দেননি। সেখানেও তাঁর লক্ষ্যভেদী প্রতীক্ষা নিবিড় হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে শুধু লেখাই যথেষ্ট নয়। তা বড় পত্রিকায় প্রকাশও জরুরি মনে হয়। এবিষয়ে সমরেশের অকপট স্পষ্ট অভিমত যে নায়ক প্রথম ছবিতে ফ্লপ করবে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। লেখকদের ক্ষেত্রে এটা এখন খুব মিলে যাচ্ছে। তাই একটি বড় পত্রিকার মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকেও উপায় নেই'। সেদিক থেকে সমরেশের 'দৌড়' যে সুদূরপ্রসারী হয়েছে, তা তার ঔপন্যাসিক পরিচিতিতেই প্রতীয়মান। অনতিবিলম্বে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ট ফসল ফলতে শুরু করে। ১৯৭৬-এর দৌড়' আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয় এবং প্রচার লাভ করে। অন্যদিকে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৫ -এর মধ্যেই তাঁর কালজয়ী ত্রয়ী উপন্যাস 'উত্তরাধিকার' 'কালবেলা' ও 'কালপুরুষ' 'দেশ'-এ 'দশজন লেখক'-এর একজন হয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চার কথা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ফলাও করে বলেছেন, তা থেকে তিনি পরবর্তীতেও সরে আসেননি, বরং আরও দৃঢ়তার সঙ্গে তা আঁকড়ে থাকার কথা স্মরণ করেছেন। সেখানে অচেনা মানুষের খোঁজে তাঁর নিরন্তর পথচলার কথা উঠে এসেছে। সমরেশ তাঁর সেই আত্মকথা প্রকাশের সময় তেমন কোনো স্মরণীয় লেখা লিখে উঠতে পারেননি, তাও তিনি অকপটে জানিয়েছেন। তাঁর ভাষায় 'দেখতে দেখতে চৌত্রিশটা বছর পার হয়ে গেল, এটা সত্য, ঘটনা, আমি বেঁচে থাকার মত কোন গল্প লিখতে পারিনি। এবং নিজের লেখার সম্পর্কে কিছু বলার সময় এখনো আসেনি। এখানে যা লিখলাম তা নেহাৎই কিছু বিক্ষিপ্ত ভাবনা। সেগুলো 'বিক্ষিপ্ত ভাবনা' হলেও সেসব ছিল তাঁর বিশ্বাস ও লেখকসত্তার স্বতন্ত্র বিশেষত্ব। কথাসাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা পাওয়ার পরেও সমরেশের অচেনা মানুষকে নিয়ে লেখার কথা প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। 'বইয়ের দেশ'-এর (জানুয়ারি মার্চ ২০১২) সাক্ষাৎকারে যুধাজিৎ দাশগুপ্তকে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন 'অনেকদিন আগে তরুণ লেখকদের নিয়ে একটা সংখ্যা বেরিয়েছিল, তাতে আমি লিখিছিলাম আমি অচেনা মানুষের জীবন নিয়ে লিখতে চাই। যার গায়ে একটু অচেনা গন্ধ, সে আমাকে আকর্ষণ করে। আমি লিখতে চাই। আমি এখনও সেটা বিশ্বাস করি। সেজন্য সমরেশের লেখার মধ্যে নিত্যনতুন মানুষের কথা উঠে এসেছে, সেখানে পুনরাবৃত্তির কোনো অবকাশ ঘটেনি। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি লিখছি, ১৯৭৫ থেকে ১৯২২, ছত্রিশ বছরে আমার কোনও উপন্যাসে বিষয়টা রিপিট করিনি।' সেক্ষেত্রে গড়পড়তা মৃতপ্রায় মানুষের প্রতি তীব্র বিমুখতা থেকে অচেনা জীবন্ত মানুষের প্রতি সতৃষ্ণ মনের চলন সমরেশের কথাসাহিত্যে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্কও বর্তমান। স্বয়ং বিমল করই সমরেশের তারুণ্যের সহজাত স্পর্ধায় লিখিত সাহিত্যভাবনার প্রতি বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর 'দশজন লেখক' -এর ভূমিকায় তিনি সমরেশের বক্তব্যকে তুলে ধরে শুধু বিদ্রুপ বা কটাক্ষই করেননি, রীতিমতো তাঁর সাহিত্যেই তার অভাবকেও প্রকট করে তুলেছেন। বিমল করের কথায় 'আমার ব্যক্তিগত ধারণা, সমরেশ মজুমদার যাকে অস্বাভাবিক বলতে চাইছেন তা চরিত্রের অস্বাভাবিকতা নয়, বা তাঁদের ক্রিয়াকলাপের যুক্তিহীনতাও নয়। আপাতদৃষ্টিতে যাই হোত-এই গল্পগুলি মানুষের বেদনা, অসহায়তা, দুর্বলতাই প্রকাশ করছে। ঈষৎ-পরিচিত চরিত্র যদি তিনি আমদানি করেও থাকেন, তাতে তাঁর লেখার মাহাত্ম্য বাড়ে নি। তিনি তখনই ভাল লিখেছেন, যখন ছবিগুলি তাদের অপরিচয় কিংবা অস্বাভাবিকতার জন্যে নয়, বরং জীবনের কোনো অস্বস্তিদায়ক অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে উদঘাটিত করতে পেরেছে। বিমল কর আরও স্পষ্ট করে বলেছেন 'সমরেশ তাজা, টাটকা, সজীব মানুষকে নিয় গল্প লিখতে চান, চান উপন্যাস লিখতে। খুব ভাল কথা। এখন পর্যন্ত তাঁর লেখায় যাদের আমারা দেখেছি তারা সেই সজীবত্বের নমুনা হিসাবেই গ্রাহ্য হওয়া উচিত-লেখকের মতে। তবু আমার মনে হয়েছে সমরেশ, জীবিত বা মৃতের কথা বোধ হয় ভুলে গিয়েই কিছু জীবন্মৃতের কথা লিখেছেন অশেষ দক্ষতায়। সেক্ষেত্রে সমরেশের অচেনা অস্বাভাবিক জীবন্ত চরিত্র নিয়ে লেখার সদিচ্ছা যে লেখকজীবনের প্রথম দশবছরে ফলপ্রসূ হয়নি, তা বিমল করের কথাতেই শুধু নয় তাঁর নিজের কথাতেও পরোক্ষ উঠে এসেছে। আবার তা যে তাঁর মনগড়া কথা নয়, বেভেচিন্তে লক্ষ্যে অবিচল থাকার স্বরচিত মতাদর্শের মন্ত্রবীজ, তা অচিরেই দৌড়-এ সক্রিয় থেকে উত্তরাধিকার থেকে কালবেলা'য় পৌঁছেই সেই বীজ থেকে অচেনা বৃক্ষের হাতছানিতেই তা সচলতা লাভ করে। সেজন্য সমরেশ মজুমদারকে আর বিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। আমাদের কাছে তাঁর অচেনা-অজানা মানুষজন যে তাঁরই চেনাজানা জগৎ থেকে তিনি আবিষ্কার করেছেন অবিরল ও অবারিত, ভাবা যায়। যেখান যে তাঁর ভাস্কো দা দামার দৃষ্টি, কলম্বাসের অতৃপ্তি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# পঞ্চায়েতের ভোটগণনাতেও অশান্তি, বিভিন্ন জেলায় হিংসা-উত্তেজনা

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগণনাতেও হিংসা, অশান্তি অব্যাহত। বিভিন্ন জেলায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় পঞ্চায়েত ভোটের গণনা। ৩৩৯টি ভোটগণনা কেন্দ্রে স্ট্রংরুমের সংখ্যা ৭৬৭। গণনাকক্ষের সংখ্যা ৩,৫৯৪। ৩০,৩৯৬টি টেবিলে চলছে গণনা। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ফল ঘোষণা করবেন কাউন্টিং অফিসার। পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে ঘোষণা করবেন বিডিও। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্তরে দু'রাউন্ড করে গণনা হবে। কোথাও কোথাও তিন রাউন্ড গণনা হবে। শেষ না হওয়া পর্যন্ত গণনা চলবে। ওই দিন গণনা শেষ না হলে পরের দিন চলবে বলে জানানো হয়েছে। এবারে একই সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ভোট গণনা করা হচ্ছে।

ডায়মন্ড হারবারে বিরোধী এজেন্টকে ঢুকতে বাধা ভোটগণনা শুরু হতেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ডায়মন্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজের গননাকেন্দ্রে ঢুকতে বাধা বিরোধী এজেন্টদের। সকাল থেকে দুষ্কৃতীরা গণনাকেন্দ্রের সামনে জড়ো হয়। বিরোধী এজেন্টদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। মুড়ি মুড়কির মতে বোমাবাজি চলছে। প্রতিবাদে বিরোধী সিপিএমের ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ।

নানুরে অশান্তি, ডিজে বক্স বাজিয়ে তৃণমূল কর্মীদের নাচ মঙ্গলবার সকালে বীরভূমের নানুরে গণনাকেন্দ্রে যেতে সিপিএম কর্মীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তাঁদের মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। প্রতিবাদে কীর্ণাহার বাসস্ট্যান্ডে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ সিপিএম কর্মীদের। যদিও অভিযোগ অস্বীকার শাসকদলের। আবার ভোটগণনা শুরু হতেই গণনাকেন্দ্রের সামনে ডিজে বক্স বাজিয়ে নাচ করতে দেখা যায় তৃণমূলের কর্মীদের। বীরভূমে নানুর হাইস্কুলের সামনে মঙ্গলবার সকালে এই ছবি ধরা পড়ল। গণনার দিন বীরভূমের নানুরেই অশান্তির অভিযোগ উঠেছে। আর সেই নানুরেই এ বার অন্য ছবি ধরা পড়ল।

কেশপুরে উত্তেজনা

পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে গণনাকেন্দ্রে যেতে বিরোধী প্রার্থীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে মেদিনীপুরে জেলাশাসকের দফতরে ধর্না কর্মসূচি বিজেপির।

আমডাঙায় 'অপহৃত' দুই সিপিএম প্রার্থী

গণনাকেন্দ্রের সামনে থেকে দুই সিপিএম প্রার্থীকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙায়। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল। এক সিপিএম প্রার্থীর নাম বিশ্বজিৎ সামন্ত। তিনি সন্তোষপুর ১৩৯ নম্বর বুথের প্রার্থী। অন্য সিপিএম প্রার্থীর নাম মহম্মদ কুতুবউদ্দিন। তিনি চণ্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৭ নম্বর বুথের প্রার্থী। পরে কুতুবউদ্দিনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

সিপিএম প্রার্থীর পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ

পূর্ব বর্ধমানের গলসি এক নম্বর ব্লকের বুদবুদে ভোট গণনা কেন্দ্রে ঢুকতে সিপিএম প্রার্থীকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। সিপিএম প্রার্থী তরুণ পদ বাগদির পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ। তিনি গলসি এক নম্বর ব্লকের পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের রানাডি গ্রামের ১৭৪ নম্বর বুথের প্রার্থী। অন্য দিকে, শিড়রাই গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরাতন গ্রামের কংগ্রেস সমর্থক কাজল মুন্সিকে মারধর করে পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গলসি এক নম্বর ব্লকের পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের ৬৫ নম্বর আসনের প্রার্থী জয়শ্রী বিষ্ণুকে পুলিশের সামনেই মেরে গণনাকেন্দ্র থেকে বার করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। স্ট্রংরুম থেকে তাঁর ব্যাগ এবং পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল।

হুগলির জাঙ্গীপাড়ায় উত্তেজনা

হুগলির জাঙ্গীপাড়ায় ডিএন হাইস্কুলের গণনাকেন্দ্র থেকে সিপিএম এবং আইএসএফের এজেন্টদের মারধর করে বার করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। গাড়ি ভাঙচুরেরও অভিযোগ করা হয়েছে। ফুরফুরা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা জেলা পরিষদের প্রার্থী শামিম আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল।

হাওড়ার বাগনানে উত্তেজনা

হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় গণনাকেন্দ্রে সিপিএমের এজেন্টদের ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ উঠল। তাঁদের মারধর করারও অভিযোগ উঠেছে। সিপিএমের জেলা সম্পাদক দিলীপ ঘোষের অভিযোগ, শাসকদল এবং প্রশাসন একসঙ্গে এই কাজ করছে। বাগনান, জগদীশপুর, আমতার বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। বাগনানে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করা হয়। থানার সামনে অবস্থান বামেদের।

## আমডাঙায় 'অপহৃত' দুই সিপিএম প্রার্থী, পূর্ব বর্ধমানের গলসিতেও উত্তেজনা

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েতের গণনাকেন্দ্রের সামনে থেকে দুই সিপিএম প্রার্থীকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙায়। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল। এক সিপিএম প্রার্থীর নাম বিশ্বজিৎ সামন্ত। তিনি সন্তোষপুর ১৩৯ নম্বর বুথের প্রার্থী। অন্য সিপিএম প্রার্থীর নাম মহম্মদ কুতুবউদ্দিন। তিনি চণ্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৭ নম্বর বুথের প্রার্থী। পরে কুতুবউদ্দিনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

পূর্ব বর্ধমানের গলসি এক নম্বর ব্লকের বুদবুদে ভোট গণনা কেন্দ্রে ঢুকতে সিপিএম প্রার্থীকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। সিপিএম প্রার্থী তরুণ পদ বাগদির পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ। তিনি গলসি এক নম্বর ব্লকের পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের রানাডি গ্রামের ১৭৪ নম্বর বুথের প্রার্থী। অন্য দিকে, শিড়রাই গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরাতন গ্রামের কংগ্রেস সমর্থক কাজল মুন্সিকে মারধর করে পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গলসি এক নম্বর ব্লকের পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের ৬৫ নম্বর আসনের প্রার্থী জয়শ্রী বিষ্ণুকে পুলিশের সামনেই মেরে গণনাকেন্দ্র থেকে বার করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। স্ট্রংরুম থেকে তাঁর ব্যাগ এবং পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল।

## কাটোয়ায় সিপিএম কর্মীকে 'মারধর', অভিযোগ অস্বীকার করল তৃণমূল

কাটোয়া, ১১ জুলাই (হি.স.): পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকের গণনাকেন্দ্রে সিপিএম এবং বিজেপির এজেন্টদের ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। সিপিএমের কর্মী-সমর্থকদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সিপিএমের এক জন সমর্থক এবং গাড়ির চালক শ্রীখণ্ড প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। সিপিএম কর্মীদের অভিযোগ, তাঁরা যখন গণনাকেন্দ্রে যাচ্ছিলেন, সেই সময় তৃণমূলের লোকেরা তাঁদের গাড়ি থামিয়ে মারধর করেন, গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।

অন্য দিকে, কাটোয়া বিআইটি কলেজে ১ নম্বর ব্লকের গণনা কেন্দ্রে বিজেপির এজেন্ট এবং কর্মীদের ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। বর্ধমান এক নম্বর ব্লকের বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়ের গণনাকেন্দ্রে সিপিএম, বিজেপি প্রার্থী এবং এজেন্টদের বার করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

## অন্ধ্রের প্রকাশম জেলায় খালে পড়ল বাস; মৃত্যু ৭ জনের, কমপক্ষে ১৫ জন আহত

অমরাবতী, ১১ জুলাই (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের প্রকাশম জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে খালে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, এছাড়াও ১৫ জনেরও বেশি যাত্রী আহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে ৭ বছরের একটি শিশুও রয়েছে। সোমবার মধ্যরাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে প্রকাশম জেলার দারসির কাছে। অন্ধ্রপ্রদেশ স্টেস্ট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাসটিতে অন্তত্পক্ষে ৪০ জন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি কাঁকিনাড়ার দিকে যাচ্ছিল, বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে সকলে ফিরছিলেন। সোমবার মধ্যরাতে প্রকাশম জেলার দারসির কাছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে যায়। তাতেই ৭ জনের মৃত্যু ও অন্ততপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। দারসির সাব-ইন্সপেক্টর রামকৃষ্ণ বলেছেন, দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে ও আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডি।

# যমুনা নদীর জলস্তর বিপদসীমার উর্ধে, পৌঁছল ২০৬.৩২ মিটারে, বন্যার শঙ্কা দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তর নিরন্তর বেড়েই চলেছে। মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তর বিপদসীমার উর্ধে পৌঁছে গিয়েছে, স্বাভাবিকের ভাবেই বন্যার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে দিল্লিতে। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ পুরাতন রেলওয়ে সেতুতে যমুনা নদীর জলস্তর ২০৬.৩২ মিটার রেকর্ড করা হয়েছে, যা বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। দিল্লিতে যমুনা নদীর সর্বোচ্চ বন্যা স্তর ২০৭.৪৯ মিটার। গত কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি ও হরিয়ানার হাতনিকুন্ড জলাধার থেকে বিপুল পরিমাণে জল ছাড়ার কারণেই যমুনা নদীর এতটা জলস্তর বেড়েছে। আশঙ্কা ছিলই, আর সেই আশঙ্কা মতোই মঙ্গলবার সকালে দিল্লির পুরাতন রেলওয়ে সেতু এলাকায় যমুনা নদীর জলস্তর বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। যমুনানগরের হাতনিকুন্ড ব্যারেজের জলস্তরও বেড়েছে, সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত বাড়িগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যমুনা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরাতন রেল সেতুতে রেল ও যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। উত্তর রেলওয়ে জানিয়েছেন, ওল্ড যমুনা সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল মঙ্গলবার ৬টা থেকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।

## বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ রাজ্যব্যাপী

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটের গণনা ঘিরে মঙ্গলবার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিজেপি-র রাজ্য দফতরে অশান্তির খবর আসছে। আহত হয়েছেন অনেকে। বালি, নিশিন্দা থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর অভয়নগর পল্লী মাঠে যে স্ট্রং রুম হয়ছে সেখানে বিজেপির সব প্রার্থীকে, এজেন্টকে মেরে মাথা ফাটিয়ে, কাউন্টিং হল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের পোশাক ছিঁড়ে দেওয়া হয়, শারীরিক অত্যাচার করা হয়।

ডায়মন্ড হারবারের ফকির চাঁদ কলেজের গণনা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী ও গণনা এজেন্টদের উপর হামলা করে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা। বোমাবাজিও হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। সাউথ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রার্থীকেই বজবজ ২ নম্বর ব্লকের গণনা কেন্দ্র থেকে বাইরে বার করে দেওয়া হলো। ব্যারাকপুর ১ বিজেপি প্রার্থী বরুণ সর্দারকে টেনে হিঁচড়ে গণনা কেন্দ্র থেকে বের করে দেয় মমতার পুলিশ।

অপর এক দলীয় নোটিশে জানানো হয়েছে, "বাদুড়িয়ায় বিজেপি প্রার্থী এবং এজেন্টদের পুলিশের মদতে কাউন্টিং স্টেশন থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে বলপূর্বক।" এ ছাড়াও, বিষ্ণুপুর ২ ব্লকের বিদ্যানগর কলেজে বিজেপি এগিয়ে থাকাকালীন অবস্থায় তৃণমূলের প্রার্থীরা বিজেপি প্রার্থী ও এজেন্টদের উপর চড়াও হয় এবং ব্যালট বক্স ভাঙচুর করে।

বীরভূম জুড়ে এত সন্ত্রাসের পরেও সাঁইথিয়া বিধানসভার অন্তর্গত ২১ ও ৬১ নম্বর বুথ আঙার গড়িয়া অঞ্চল ও মহম্মদবাজার অঞ্চলে কুলে ও রাজ্যধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি জিতল। একই সঙ্গে সিউড়ি এক নম্বর ব্লকের করিধ্যা পঞ্চায়েতের ঝোরামাঠেও জিতেছে বিজেপি।

হাওড়ার বিজেপির কাউন্টিং এজেন্ট শ্রীমতি পুতুল গাইনের বস্ত্র ছিড়ে দিয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা! মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজেপি কর্মীদের।

৪/ ৪১ নম্বর বুথের গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃনমুল প্রার্থী রিংকু রায় রাজভর বিজেপি প্রার্থীকে ভোটে এগিয়ে যেতে দেখে গণনা কেন্দ্রের ভেতর ঢুকে ব্যালট বাক্স ছিড়ে কালি ঢেলে দেয়।

## নেপালে নিখোঁজ হয়ে গেল কাঠমান্ডুগামী হেলিকপ্টার, ৬ জন ছিলেন ওই চপারে

কাঠমান্ডু, ১১ জুলাই (হি.স.): নেপালে নিখোঁজ হয়ে গেল কাঠমান্ডুগামী একটি হেলিকপ্টার। ওই হেলিকপ্টারে মোট ৬ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ক্যাপ্টেন চেত বাহাদুর গুরুংও। ইনফরমেশন অফিসার জ্ঞানেন্দ্র ভুল বলেছেন, হেলিকপ্টারটি সোলুখুম্বু থেকে কাঠমান্ডুর দিকে যাচ্ছিল, মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ কন্টোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৯এনএমভি কল সাইন-সহ হেলিকপ্টারটি সকাল ১০.১২ মিনিট নাগাদ রাডার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নিখোঁজ হেলিকপ্টারে ৫ জন বিদেশি নাগরিক ছিলেন। নেপালের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ইনফরমেশন অফিসার জ্ঞানেন্দ্র ভূল জানান, হেলিকপ্টারটি সকাল ৯.৪৫ মিনিটে সোলুখুম্বুর সুরকি থেকে রাজধানী কাঠমান্ডুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল।

## বিজেপির কাউন্টিং এজেন্টদের গণনা কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা, উত্তেজনা কালচিনিতে

আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত ভোটের গণনার আগেই উত্তেজনা ছড়াল আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনির ভোট গণনা কেন্দ্রে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিজেপি সমর্থকরা নানা অভিযোগে গণনা কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। সেখানে পৌঁছন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। তাঁর অভিযোগ, গণনা কেন্দ্রে বিজেপির কাউন্টিং এজেন্টদের প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

এরপর প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত গণনা শুরু হয়নি কালচিনিতে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির বিধায়ক এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে গণনা কেন্দ্রে প্রবেশ করে ঝামেলা পাকিয়েছেন। পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে ডিসিআরসি থেকে অতিরিক্ত লোকজনকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে।

## দিল্লিতে জল জমে যাওয়া বার্ষিক আচারে পরিণত হয়েছে : ভি কে সাক্সেনা

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): দিল্লিতে জল জমে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা। তাঁর কথায়, দিল্লিতে জল জমে যাওয়া বার্ষিক আচারে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালেই দিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। এদিনই যমুনা বাজার এলাকার যান উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা। পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জল জমে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা বলেছেন, 'দিল্লিতে জল জমে যাওয়া বার্ষিক আচারে পরিণত হয়েছে। নর্দমা পরিষ্কার করা হয় না, ড্রেনের জল সঠিকভাবে শোধন করা হয় না। এসব কাজ বছরের পর বছর না হওয়ায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। যমুনার নিষ্কাশন নিয়মিত করা উচিত।

## রবিবার কুমোরটুলির খুঁটি পূজো

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি. স.) : শুরু হয়েছে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। আর ঠিক তিন মাস পরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। খুঁটি পুজোর মাধ্যমেই দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে। কত কয়েক বছর ধরে জাকজমক করে খুঁটি পুজো উৎসব পালন করা একটা ট্রেন্ড। তবে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা ঐতিহ্য। কেবল কলকাতা নয়, গোটা রাজ্যের নামী দুর্গাপুজোগুলোর তালিকায় অনেককাল আগেই জায়গা করে নিয়েছে কুমারটুলি সার্বজনীন দুর্গোৎসব। ভোটপুজোর মাঝেও চলছে এদের ব্যস্ততা।

আগামী ১৬ ই জুলাই রবিবার সকালে পুজো মন্ডপের সূচনা খুঁটি পুজো ও রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে হতে চলেছে। এর তিরানব্বই তম বর্ষের দুর্গা পুজোর শুভ সূচনা গত ৫ ই মে শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্যানার উত্তোলনের মাধ্যমে হয়েছিল।

সংগঠনের তরফে দেবাশিস ভট্টাচার্য এ খবর জানিরে এই প্রতিবেদককে বলেন, "রীতি মেনে ২০ শে জুন মঙ্গলবার জগন্নাথ দেবের শুভ রথযাত্রার দিন সকালে পবিত্র ঢাকেশ্বরী মন্দিরে কাঠামো পুজো অনুষ্ঠিত হয়। রবিবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আমাদের পুজো কমিটির চেয়ারম্যান রাজ্যের মন্ত্রী ডা: শশী পাঁজা এবং আরও বিশিস্ট ব্যাক্তিবর্গ। উপস্থিত থাকবেন আমাদের এই বছরের দুজন শিল্পী সুবল পাল এবং নব কুমার পাল।"

## দিল্লি-মেরঠ এক্সপ্রেসওয়েতে স্কুল বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৬, গুরুতর আহত দু''জন

গাজিয়াবাদ, ১১ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের কাছে দিল্লি-মেরঠ এক্সপ্রেসওয়ের ওপর স্কুল বাস ও একটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দু''জন। মঙ্গলবার সকালে গাজিয়াবাদ ৯ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি স্কুল বাস ও গাড়ির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার সময় স্কুল বাসটিতে কোনও ছাত্র-ছাত্রী ছিল না এবং বাসটি ভুল দিক থেকে আসছিল বলে জানা গিয়েছে। স্কুল বাসের চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এডিসিপি (ট্র্যাফিক) আর কে কুশওয়াহ বলেছেন, 'স্কুল বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই ৬ জনের মৃত্যু হয় এবং দু''জন গুরুতর আহত হয়েছেন। গাজিপুর থেকে সিএনজি নিয়ে ভুল দিক থেকে আসছিল বাস চালক। টিইউভিটি (গাড়ি) মেরঠের দিক থেকে আসছিল এবং গুরুগ্রামের দিকে যাচ্ছিল। চালকের ত্রুটি ছিল, দিল্লি থেকে সারাটা পথ ভুল দিক থেকে আসছিল। তাকে পাকড়াও করা হয়েছে। গাড়ির আরোহীরা একই পরিবারের সদস্য। বাসে কোনও পড়ুয়া ছিল না।'

## ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবস, অনুষ্ঠান হবে দু'দিন ধরে

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স.): মোহনবাগান দিবস আগামী ২৯ জুলাই। এই উপলক্ষে এদিন ক্লাব তাঁবুতে জমজমাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই সমর্থকদের জন্য এই ধরনের জমজমাট অনুষ্ঠান করে থাকে। এবার সেই অনুষ্ঠান একদিনের নয়, হবে দু'দিন ধরে। অর্থাৎ, ২৯ জুলাই ও ৩০ জুলাই। প্রথম দিন হবে প্রাক্তন ফুটবলারদের প্রদর্শনী ম্যাচ। বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান হবে দ্বিতীয়দিন। সচিব দেবাশিস দত্ত বললেন, "এবার ২৯ জুলাই মহরম। তাই আমরা দু'দিন ধরে অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

## মিয়ামিতে পা রাখছেন মেসি, হতে পারে বেশ কিছু চুক্তিও

মিয়ামি, ১১ জুলাই (হি.স.): অনেক দিন আগে নতুন গন্তব্য হিসেবে আর্জেন্টাইন তারকা বেছে নিয়েছেন মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মিয়ামিকে। তবে মিয়ামির সঙ্গে মেসির চুক্তির দিন ঠিক হচ্ছিল না। জানা গেছে, মঙ্গলবার আমেরিকান ক্লাবটির ডেরায় পা রাখবেন মেসি। এবং বেশকিছু চুক্তিতেও সই করতে পারেন বিশ্বকাপজয়ী এই মহাতারকা।

এদিকে মিয়ামি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, আগামী ১৬ জুলাই একটি উন্মোচন অনুষ্ঠানের কথা। সেখানে বেশকিছু চমক থাকবে বলে উল্লেখ করেছে তারা। আর সেদিনই মেসিকে আনুষ্ঠানিকভাবে মিয়ামির খেলোয়াড় ঘোষণা করবে ক্লাবটি। মেসিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করার দিনেই মিয়ামি বরণ করে নেবে জর্দি আলাবা এবং সার্জিও বুস্কেটসকেও। বার্সার প্রাক্তন এই দুই খেলোয়াড়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি ইতোমধ্যেই সেরে ফেলেছে মিয়ামি।

# ৩৭০ ধারা অবলুপ্তিকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত একগুচ্ছ আর্জির শুনানি শুরু হবে ২ আগস্ট থেকে : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ অবলুপ্তিকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত একগুচ্ছ আবেদনের শুনানি শুরু হবে আগামী ২ আগস্ট থেকে। মঙ্গলবার এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ৫ বিচারপতি সাংবিধানিক বেঞ্চ মঙ্গলবার জানিয়েছে, ৩৭০ ধারা অবলুপ্তিকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত একগুচ্ছ আর্জির শুনানি শুরু হবে ২ আগস্ট থেকে। এই বেঞ্চের বাকি সদস্যরা হলেন-বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কৌল, সঞ্জীব খান্না, বি আর গাওয়াই ও সূর্যকান্ত।

এদিকে, আইএএস অফিসার শাহ ফয়সাল এবং সমাজকর্মী শেহলা রশিদ ৩৭০ ধারা বাতিলের বিরুদ্ধে তাঁদের আবেদন প্রত্যাহার করতে চান না এবং আদালতের রেকর্ড থেকে নিজেদের নাম মুছে ফেলতে চান না, আদালত আবেদনকারীদের নিজেদের নাম মুছে ফেলার অনুরোধের অনুমতি দিয়েছে।উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির ঘোষণা করে কেন্দ্র। একইসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষিত হয়েছিল। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নিয়ে ৩৭০ ধারা বাতিল করার সিদ্ধান্তের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে ২০টিরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে শীর্ষ আদালতে। সেই সমস্ত আবেদনের শুনানি শুরু হবে আগামী ২ আগস্ট থেকে।

সুপ্রিম কোর্টে ৩৭০ ধারা নিয়ে শুনানি শুরু নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, '৩৭০ ধারা নিয়ে শুনানি শুরু হচ্ছে। আমরা আশা করছি, শীঘ্রই শুনানি শেষ হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় আমাদের সামনে আসবে।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

## ভারতে কোভিড-সংক্রমণ কমে পৌঁছল ২০-তে; সক্রিয় রোগী কমে ১,৪২০, মৃত্যু থমকেই গিয়েছে

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আরও তলানিতে এসে পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ২০ জন। যা ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের পর থেকে সর্বনিম্নই। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৪২০-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৩।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,২৮৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৮০৯ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪৪,৭৪৫ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৪৯,১৭৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

## বাংলায় ক্রমবর্ধমান হিংসার বিরুদ্ধে নিরলস লড়াই হবে : রাজ্যপাল বোস

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান হিংসার বিরুদ্ধে নিরলস লড়াই হবে। হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। মঙ্গলবার সকালে রাজ্যপাল বলেছেন, 'বাংলায় ক্রমবর্ধমান হিংসার বিরুদ্ধে নিরলস লড়াই হবে। সমস্ত কর্তৃপক্ষ গুন্ডা ও আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হস্তে নেমে আসবে...।' রাজ্যপাল আরও বলেছেন, 'আমরা অবশ্যই কন্টোল রুমের প্রভুদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেব, যারা রাজনৈতিক কন্টোল রুমে বসে গুন্ডাদের গাইড অথবা রিমোট কন্টোল করে।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## মুরগির মাংস দিয়ে পোস্ত চিকেন

এমনিতেই বর্ষার আবহাওয়া। তার উপর সপ্তাহের শুরু। ছুটি কাটিয়ে কাজে যোগ দেওয়া বড়ই কষ্টের। গোটা সপ্তাহ হাড়ভাঙা খাটনির পর একটা ছুটির দিন আসতে অনেক দেরি। তা নিয়ে ভাবতে গেলেই মন খারাপ হয় অনেকের। তবে মন ভাল রাখতে ভালমন্দ খাবার খেয়ে থাকেন কেউ কেউ। সপ্তাহান্তে বাজার থেকে কেনা মুরগির মাংস তো বেশ কিছুটা রয়ে গিয়েছে। সপ্তাহের শুরুটা যদি চিকেন পোস্ত দিয়ে হয়, তবে মন্দ হয় না। কিন্তু কী ভাবে বানাবেন? রইল তার রেসিপি।

উপকরণ, মুরগির মাংস: ৫০০ গ্রাম, পোস্ত বাটা: ৪ টেবিল চামচ, কাজুবাদাম বাটা: ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা:,১ টেবিল চামচ,আদা বাটা: ১ চা চামচ,পেঁয়াজ বাটা: ২ টেবিল চামচ,টম্যাটো কুচি: আধ কাপ,লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চা চামচ,গরম মশলা: আধ চা চামচ,লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ,তেজ পাতা: ১টি, লবঙ্গ: ৫টি,এলাচ: ২টি,দারচিনি: ১ টুকরো,মৌরি: ১ চা চামচ,সর্ষের তেল: ৪ টেবিল চামচ,নুন: স্বাদ অনুযায়ী,চিনি: সামান্য

প্রণালী, ১) প্রথমে ছোট টুকরো করে কাটা মুরগির মাংস কিনে ভাল ভাবে ধুয়ে নিন। ২) এর পর পাত্রে মাংস নিয়ে তাতে পাতিলেবুর রস, রসুন বাটা, আদা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, সর্ষের তেল দিয়ে মাখিয়ে রাখুন। ৩) এ বার মাংসের পাত্রটা ঢেকে কমপক্ষে এক ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন। জলে ভেজানো পোস্ত ও কাজু বাদাম একসঙ্গে বেটে পেস্ট তৈরি করে রাখুন। ৪) এ বার কড়ায় তেল গরম করুন। একে একে তেজপাতা, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি ও মৌরি ফোড়ন দিন। তাতে কুচনো পেঁয়াজ দিন। পেঁয়াজ বাদামি হওয়া অবধি ভাজতে থাকুন। ৫) এর পর কড়ায় কুচনো টম্যাটো দিন। এ বার পোস্ত ও কাজু বাদামের পেস্ট, লঙ্কার গুঁড়ো ও গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে পুরোটা ভাল ভাবে কষাতে থাকুন। ৬) মশলা থেকে তেল বেরোতে শুরু করলে তাতে ম্যারিনেট করা মুরগির মাংস দিন। কিছু ক্ষণ নেড়ে তাতে স্বাদ মতো নুন দিন। প্রয়োজনে সামান্য জল দিতে পারেন। ৭) এ বার কড়াই ঢাকা দিয়ে মুরগির মাংসটা সেদ্ধ হতে দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে ঢাকনা সরিয়ে রাখুন। কম আঁচে আর কিছু ক্ষণ ফুটিয়ে মাংসটা পছন্দ মতো পাত্রে নামিয়ে নিন। ধনেপাতা ছড়িয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন পোস্ত চিকেন।

## স্বাদ বদলাতে ওট দিয়েই নতুন কিছু বানিয়ে নিন

ওজন কমাতে চোখ বন্ধ করে ওটসের উপর ভরসা রাখেন অনেকেই। রোগা হওয়ার ডায়েট ওট ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। দই দিয়ে হোক কিংবা সব্জি দিয়ে খিচুড়ি, ছিপছিপে হতে ওটসের জনপ্রিয়তা কম নয়। উপকারিতাও যথেষ্ট। রোগা হতে চেয়ে যদি ভরসা রাখা যায় এই খাবারের উপরে, তা হলে বিফলে যাবে না পরিশ্রম। কারণ এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার ও নানা ধরনের খনিজ উপাদান।

সবচেয়ে বড় কথা ওটসে একেবারেই ক্যালোরি নেই। অনেকেই রাতে ওট ভিজিয়ে রাখেন দুধ কিংবা গ্রিক ইয়োগার্টে। তাতে সকালে উঠেই ওট খেয়ে নেওয়া সহজ হয়। তবে ওট খাওয়ার আরও একটি উপায় রয়েছে। সে ভাবে খেলে স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যত্ন একসঙ্গেই নেওয়া যাবে।

একটি পাত্রে ওট, দই, কারি পাতা, গাজর কুচি, শসাকুচি, লঙ্কাকুচি, সর্ষে, জিরে এবং ধনে গুঁড়ো একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার ফ্রাইংপ্যানে অল্প তেল দিয়ে সর্ষে, লাল লঙ্কা, কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন। গন্ধ বেরোলে তাতে ওটসের মিশ্রণটি দিয়ে দিন। তার পর ঠান্ডা করে একটি পাত্রে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। সকালে উঠে স্বাস্থ্যকর জলখাবার হবে এটি। রোজ ওট খেতে খেতে এক সময়ে একঘেয়েমি চলে আসতে পারে। সেটা কাটাতে মাঝেমাঝেই ওট দিয়ে নানা রকম বাহারি খাবার বানিয়ে নিতে পারেন।

## অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার অভ্যাস শরীরের কী কী ক্ষতি করছে?

অনেকের মতে, রান্নায় সামান্য মিষ্টি না পড়লে স্বাদ হয় না। দিনটা শুরু হয় চিনি দেওয়া এক কাপ চা থেকে, তার পর টিফিনে আম-দই মাখা, তাতেও চাই চিনি। দুপুরে খাবার পর একটা মিষ্টিমুখ না করলে পেট যেন ভরেও ভরে না। তার উপর বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ তো লেগেই রয়েছে। উতব কি মিষ্টি ছাড়া সম্পূর্ণ হয়!

সিগারেট যেমন শরীরের ক্ষতি করে, অতিমাত্রায় চিনি খেলেও কিন্তু তেমনই ক্ষতি হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে ধমনীর উপর তার প্রভাব পড়ে। ধমনীর প্রাচীরগুলি পুরু আর শক্ত হয়ে যায়, ফলে হৃদ্যন্ত্রের উপর চাপ পড়ে। তাই হার্টের অসুখের ঝুঁকি বাড়ে। অতিরিক্ত মাত্রায় চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে আর কী কী ক্ষতি হয় শরীরের? ১) ওজন কমানোর ডায়েটে সবার আগে পুষ্টিবিদেরা চিনি কম খাওয়ার কথা বলেন। একেবারে বন্ধ করে দিতে পারলে আরও ভাল। ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়া, শরীরের আনাচ-কানাচে মেদ জমার অন্যতম কারণ কিন্তু অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা।

২) নামী-দামি প্রসাধনী ব্যবহার করলেও অনেকের ব্রণের সমস্যা কিছুতেই কমতে চায় না। সে ক্ষেত্রে এক মাস চিনি খাওয়া বন্ধ করে দেখতে পারেন। ব্রণের সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।

ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়া, শরীরের আনাচ-কানাচে মেদ জমার অন্যতম কারণ কিন্তু অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা। ৩) কম বয়সেই ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়তে শুরু করেছে? এ-ও কিন্তু অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফল হতে পারে। রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে সেগুলি কোলাজেন প্রোটিনকে ধ্বংস করতে শুরু করে। এ কারণে চিনি খাওয়া এড়িয়ে চলাই ভাল।

৪) অতিরিক্ত চিনি খাওয়া কিন্তু দাঁতের পক্ষেও একেবারে ভাল না। অল্প বয়স থেকেই অনেকে দাঁতের নানা রকম সমস্যায় ভোগেন। এর কারণও হতে পারে অত্যিক মাত্রায় চকোলেট, মিষ্টি, কেক-পেস্ট্রি খাওয়ার প্রবণতা। ৫) সারা দিল অলস ভাব? কাজে মন বসে না? এর পিছনেও কারণ হতে পারে অত্যধিক মাত্রায় চিনি খাওয়া। চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা হঠাতবেড়ে গিয়ে শরীর চাঙ্গা হয় ঠিকই, কিন্তু সেটা সাময়িক। চিনিতে সে ভাবে কোনও পুষ্টিগুণ থাকে না। ফলে শরীর কিছু ক্ষণের মধ্যেই আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

## ওজন কমাতে চাইলে ভুলেও সকালের জলখাবারে খাবেন না

ওজন কমাতে নিয়মিত শরীরচর্চা করা জরুরি। তবে দ্রুত রোগা হতে খাওয়াদাওয়ায় নিয়ম মানা প্রয়োজন। কী খাচ্ছেন এবং কখন খাচ্ছেন, ওজন কমানোর পর্বে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিবিদদের মতে, ছিপছিপে হতে চাইলে সকালের খাবার হতে হবে সবচেয়ে ভারী। এমন কিছু খাবার খেয়ে দিন শুরু করতে হবে, যেগুলি ওজন ঝরাতে সাহায্য করবে।

কিন্তু সকালের জলখাবারে অনেকেই এমন কিছু খাবার খান, যা চুপিসারে মেদের সঞ্চার ঘটায় শরীরে। তাই ডায়েটের পর্বে সেই খাবারগুলি বাদ দেওয়া জরুরি।

পাউরুটি

পাউরুটিতে খানিকটা জ্যাম, জেলি কিংবা মাখন মাখিয়ে খেয়ে নিলেই আলাদা করে জলখাবার তৈরির ঝক্কি থাকে না। কিন্তু ওজন কমানোর ইচ্ছে থাকলে পাউরুটি না খাওয়া ভাল। কারণ পাউরুটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে শর্করা। সেই সঙ্গে গ্লাইসেমিক ইনডেক্সও বেশি। কাজ কমাতে গিয়ে ওজন বেড়ে যাক, তা না চাইলে পাউরুটি এড়িয়ে চলুন।

ফলের রস

ওজন কমাতে ফল খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাজারচলতি ফলের রস নয়। এ ধরনের পানীয়ে বাড়তি চিনি থাকে। সেটার পরিমাণ অনেক বেশি। ফাইবার নেই বললেই চলে। ফলের রস খেয়ে মেদ ঝরানো যায় না। বরং বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ইয়োগার্ট

ওজন কমানোর পর্বে দই রাখা আবশ্যক। তবে সেটা যদি বাড়িতে পাতা হয়, তা হলে খুব ভাল। একান্তই তা না হলে বাজারচলতি প্যাকেটজাত টক দই খেতে পারেন। তবে কখনও বেরি, স্ট্রবেরি স্বাদের ইয়োগার্ট খাবেন না। এতে অনেক চিনি থাকে। ফলে এড়িয়ে চলাই ভাল।

ভাজাভুজি

ছুটির সকালে লুচি, পরোটা খেতে মন চায়। এক দিন খাওয়া যেতে পারে, তবে রোজ নয়। ডোবা তেলে ভাজা কোনও খাবার সকালে না খাওয়াই ভাল। এতে মেদ জমতে থাকে।

নরম পানীয়

সকালে বলে নয়, ওজন ঝরানোর পর্বে কখনওই এই পানীয় খাওয়া উচিত নয়। এতে শর্করার আধিক্য অনেক বেশি। সপ্তাহে এক দিন খেলেও মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

## বর্ষায় পেটের গন্ডগোল লেগেই রয়েছে

বর্ষা মানেই যত রকম উটকো রোগের বাড়বাড়ন্ত। কারও জ্বর, কারও সর্দি-কাশি লাগা, কারও অ্যাসিডিটি-গ্যাস-পেটের গোলমাল, আবার কারও হয়তো সারা শরীরের নানা রকম ব্যথা। মেয়েদের এ সময়ে বাড়তি সমস্যা। ঠান্ডা-গরম আবহাওয়া এবং স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে জীবাণু সহজেই বাড়তে পারে। তাই মেয়েদের যোনিতে চট করে নানা রকম সংক্রমণ হয়ে যায় এ মরসুমে। আর্দ্র পরিবেশ, তাপমাত্রার তারতম্য, যোনির পিএইচে হেরফের এ সবই ব্যাক্টেরিয়া এবং ফাঙ্গাস তৈরির জন্য আদর্শ। তাই বর্ষায় মেয়েদের ইউরিনারি ট্র্যাক্ট সংক্রমণ, রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্ট সংক্রমণ এবং অন্যান্য স্ত্রীরোগের আশঙ্কা বাড়ে। বর্ষার মরসুমে সংক্রমণ ঠেকাতে রোগ প্রতিরোধশক্তি বাড়ানো জরুরি। এ মরসুমে জীবাণুর সংক্রমণ, পেটের গোলমাল, খিদে না পাওয়া, ঠান্ডা লাগা, জ্বর জ্বর ভাব এ সব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে একটি পানীয়ের উপর নির্ভর করতে পারেন।

কী ভাবে বানাবেন সেই জাদু পানীয়?

১ লিটারে জলে ৫ থেকে ৭টি তুলসী পাতা, ১ চামচ গোটা ধনে, ৭ থেকে ১০টি পুদিনা পাতা, ১ চামচ আদা কুচি দিয়ে ভাল করে মিনিট দশেক ফুটিয়ে নিন। এ বার মিশ্রণটি ছেঁকে নিয়ে সকালে খালি পেটে নিয়ম করে খান এই পানীয়। বর্ষার মরসুমে রোগ তাড়ানোর ভাল দাওয়াই এই পানীয়। অফিস কিংবা স্কুল-কলেজেও এই পানীয় নিজের সঙ্গে রাখতে পারেন, অল্প অল্প করে সারা দিন তাতে চুমুক দিন। প্রতিরোধশক্তি বাড়বে, শরীরও চাঙ্গা হবে।

## রাসায়নিক দেওয়া প্রসাধনী চোখে ব্যবহার না করাই ভাল

যত দামি কাজলই কিনুন না কেন, চোখ থেকে তা গলে, ঘেঁটে মুখের চারদিকে মেখে একসা কাণ্ড। তবে চোখে কাজল না পরে বাইরে বেরোতে অনেকেরই ভাল লাগে না। এ দিকে, যাঁদের ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত, তাঁরা কাজল পরতে অস্বস্তি বোধ করেন। অনেকে আবার কাজল পরার পর চোখে কালো আইশ্যাডোর প্রলেপ বুলিয়ে নেন। তাতে কাজল ঘাঁটবে কি না, তা হলফ করে বলতে না পারলেও চোখের ভিতর রাসায়নিক দেওয়া আইশ্যাডোর গুঁড়ো ঢুকে যেতে পারে। অনেকেই চোখে লেন্স ব্যবহার করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও গুরুতর হতে পারে।

এ সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বাড়িতেই কিন্তু কাজল তৈরি করে ফেলা যায়। জানেন কী ভাবে তৈরি করা যায় "স্মাজপ্রুফ" কাজল?

উপকরণ- খাঁটি ঘি: ২ টেবিল চামচ, জোয়ান: ১ চা চামচ,কাঠবাদাম: ৪ থেকে ৬টি,কাঠবাদামের তেল:, ১ টেবিল চামচ,কেশর: ২-৪টি, চন্দনবাটা: ১ টেবিল চামচ,মাটির, প্রদীপ: ১টি,চামচ: ১টি,তামার, পাত্র: ১টি-পদ্ধতি

১) প্রথমে খানিকটা তুলো নিয়ে চন্দনবাটায় ভিজিয়ে রাখুন।

২) এ বার প্রদীপে ঘি দিয়ে জ্বালিয়ে নিন। ৩) এর পর চন্দনে ভেজানো তুলোর মধ্যে জোয়ান এবং কাঠবাদামের গুঁড়ো ভরে হাতের তালুর উপর পাকিয়ে নিয়ে প্রদীপের সলতে তৈরি করুন। ৪) প্রদীপের শিখার উপর তামার পাত্র এমন ভাবে রাখুন, যাতে আগুনের শিখা থেকে কালো ভুসি এই পাত্রে জমতে পারে। ৫) প্রদীপের সলতে পুরো পুড়ে গেলে তার পর তামার পাত্র সরিয়ে নিন। ৬) পাত্রের গা থেকে কালো ভুসি, চামচের সাহায্যে চেঁচে তুলে ফেলুন। ৭) এ বার ওই কালো ভুসির মধ্যে কাঠবাদামের তেল মিশিয়ে নিন। ৮) কাজলের ঘনত্ব কেমন চান, সেই বুঝে তেল দেবেন। ৯) শুধু কাজল নয়, চাইলে জেল লাইনারের মতোও ব্যবহার করতে পারেন।

## বর্ষার মরসুমেও মশলা থাকবে টাটকা

গরমমশলা হোক কিংবা মৌরি, জোয়ান হোক কিংবা পাঁচ ফোড়ন রান্নায় মশলার ব্যবহার করা হয় স্বাদ আর গন্ধ আনার জন্য। আর সেই গন্ধই যদি উবে যায়? বর্ষায় ঠিক ভাবে মশলা না রাখলে তার গন্ধ উবে যেতে পারে। অনেকখানি মশলা একসঙ্গে কিনে রাখলে বর্ষায় কিন্তু ছাতা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। রান্না করতে করতে যখন মশলার দরকার পড়ল, দিতে গিয়ে দেখলেন মশলা একেবারে মিইয়ে গিয়েছে।

বর্ষায় এমন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় কমবেশি সকলকেই। বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় মশলাপাতির ভাল রাখবেন কী ভাবে?

১) মশলা কখনওই কোনও আলগা কৌটোতে রাখবেন না। অনেক সময়ে আমরা প্লাস্টিকের কৌটোয় ভরে মশলা রেখে দিই। বাতাস ঢুকবে না, এ রকম কোনও কৌটোতে রাখলে মশলা স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাওয়া বা মশলায় ছাতা পড়ে যাওয়ার মতো সমস্যা হবে না। রান্নার সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মশলা নিয়েই তাড়াতাড়ি কৌটোর ঢাকা আটকে দিন।

২) গোটা মশলা বাজার থেকে কিনে আনার পর একটু শুকনো তাওয়ায় নাড়াচাড়া করে তবে কৌটোতে ভরুন। এই পদ্ধতি মানলে দীর্ঘ দিন মশলাপাতি ভাল থাকবে আর রান্নায় স্বাদও বাড়বে বইকি।

৩) রান্নাঘরে জানলার সামনে কিংবা সরাসরি গ্যাসের সামনে মশলার কৌটো ফেলে রাখবেন না। তাপ আর আর্দতার মিশেলে মশলা খারাপ হয়ে যায়। ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে মশলাগুলি আলমারিতে ঠান্ডা পরিবেশে রাখুন।

৪) বর্ষার সময়ে অনেকখানি গুঁড়োমশলা কৌটোতে ঢেলে রাখলে দেখা যায়, তাতে পোকা ধরে গিয়েছে। এই সমস্যার সমসাধান করতে কৌটোতে কয়েকটা লবঙ্গ ফেলে রেখে তার পর মশলা ঢালুন। লবঙ্গের গন্ধে গুড়োমশলা দীর্ঘ দিন ভাল থাকবে।

৫) কাঠের বাক্সে মশলা রাখলে খুব ভাল হয়। এতে মশলা মিইয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। ভেজা চামচ ব্যবহার করবেন না, এতে মশলার গন্ধ ও স্বাদ দুই-ই নষ্ট হয়ে যায়।

## উদ্বেগ বা অবসাদের সমস্যা বেড়েছে কি?

শরীরের সঙ্গে মনের যে গভীর যোগ রয়েছে, তা অনেকেই জানেন। কিন্তু ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলেও যে মন ভাল রাখতে হয়, তা জানতেন কি? মনোবিদেরা বলছেন, নিয়মিত শরীরচর্চা করলে সাধারণত মন ভাল থাকারই কথা। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে অন্যথা ঘটে। ডায়েট এবং শরীরচর্চা করার পরও কাঙ্ক্ষিত ওজন পেতে সমস্যা হতে পারে।

কোনও ব্যক্তির উচ্চতা এবং বয়স অনুযায়ী দেহের ওজন কেমন হওয়া উচিত, তা পুষ্টিবিদেরাই বলে দেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু) বলছে, দেহের অতিরিক্ত ওজন শরীর এবং মনের উপর যে প্রভাব ফেলে, তা অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যধির চেয়েও কঠিন। তাড়াতাড়ি ওজন নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইলে কোন কোন বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরি?

১) নিজের চেহারা সম্পর্কে ভুল ধারণা

প্রথমেই নিজের সম্পর্কে এই ভুল ধারণা ত্যাগ করতে হবে। অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে চাইলে প্রতি দিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা কতটা কমল বা বাড়ল, তা নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগা বন্ধ করতে হবে।

২) সব বিষয়ে বেশি চিন্তা করা

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা সব কিছু নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করেন, তাঁদের ওজন ঝরানো বেশ সমস্যাদায়ক হয়। মনোবিদেরা বলছেন, একেবারে কিছু না ভেবে অলসের মতো বসে থাকা এবং বড্ড বেশি ভেবে ফেলা দুই ক্ষেত্রেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে।

৩) অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকা

অবসাদের সঙ্গে দেহের ওজন বেড়ে যাওয়ার যে নিবিড় যোগ রয়েছে, তা-ও বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। অবসাদে ভোগা মানুষ, মন ভাল রাখতে যখন যা ইচ্ছে তা খেয়ে ফেলেন। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রেণে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে।

৪) মানসিক চাপ

মানসিক চাপ থেকে মস্তিষ্কের রাসায়নিক উপাদানগুলির মাত্রায় হেরফের ঘটে যায়। ফলে কর্টিজলের মতো স্ট্রেস হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। যার প্রভাব পড়ে ওজনের উপরে।

৫) অপর্যাপ্ত ঘুম

মন ভাল নেই। তাই রাত জেগে ওটিটি দেখছেন। তাতে সাময়িক মন ভাল হলেও ওজন কমার আশা না করাই ভাল। মনোবিদেরা বলছেন, সুস্থ থাকতে এবং স্বাভাবিক ওজন ধরে রাখতে অন্তত পক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম জরুরি।

## চাটনি দিয়েই করুন স্বাদবদল

কারও বাড়িতে হার্টের রোগী, কেউ আবার ওজন কমাতে ডায়েট করছেন তাই অনেক বাড়িতেই এখন তেল-মশলাদার খাবারের চল কমেছে। পুষ্টিবিদরাও বার বার সতর্ক করছেন, এই সময়ে রোজের খাবারে তেল মশলা যত কম ব্যবহার করবেন, ততই ভাল। অথচ রোজ রোজ সাদামাঠা খাবার খেতে হলে বড্ড একঘেয়েমি চলে আসে। তবে খওয়ার পাতে একটু চাটনি পড়লেই মুখের স্বাদ খুলে যায়।

ফিকে খাবারের সঙ্গে স্বাদবদল করতে বানিয়ে ফেলতে পারেন কয়েক রকম চাটনি। রইল এমনই কিছু চাটনির হদিস।

টম্যাটোর চাটনি: অল্প তেলে দু'টুকরো করে কাটা টম্যাটো ও গোটা রসুন ভাল করে ভেজে নিন। এ বার টম্যাটোর খোয়া কুলো ছাড়িয়ে মিশ্রণটি ভাল করে ঘেঁটে নিন। তার মধ্যে নুন, চিনি আর সামান্য লাল লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার কুচো করে কাটা পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা আর ধনেপাতা মিশিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করে নিলেই তৈরি টম্যাটোর চাটনি। রুটি-পরোটা সঙ্গে শুধুই খেয়ে নিতে পারেন এই সুস্বাদু চাটনি।

বাদামের চাটনি: সম পরিমাণ বাদাম আর ছোলার ডাল নিয়ে শুকনো কড়াইতে ভাল করে ভেজে নিন। এ বার মিশ্রণটি মিক্সিতে ঢেলে তার মধ্যে কাচালঙ্কা, রসুন, টম্যাটো আর নুন দিয়ে ভাল করে পেস্ট বানিয়ে নিন। এ বার একটি কড়াইতে সামান্য সাদা তেল গরম করে তাতে শুকনো লঙ্কা, সর্ষে, ছোলার ডাল, কারিপাতার ফোড়ন দিন। তৈরি হয়ে যাবে বাদামের চাটনি।

কাঁচা আমের চাটনি: কাঁচা আম টুকরো করে কেটে নিয়ে তার সঙ্গে আদা, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা, নুন, চিনি আর সামান্য শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে মিক্সিতে ভাল করে বেটে নিন। সাধারণ ডাল-ভাতের সঙ্গেও এই চাটনি নিয়ে নিলে জমে যাবে দুপুরের খাবার।

# একক জাতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা চালুর পরিকল্পনা বিভিন্ন আইআইটি-র

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি. স.) : ভারতের বিভিন্ন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) একটি একক জাতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে বি টেক ছাত্রদের ভর্তি করার একটি প্রস্তাব বিবেচনা করছে। এটি এ ব্যাপারে চালু দুই-পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রতিস্থাপন করবে।

সূত্রের খবর, আইআইটি ভুবনেশ্বরে আইআইটি কাউন্সিলের একটি বৈঠকের পর, প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষ সংস্থা, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে। উপদেষ্টা সংস্থা ন্যাশনাল এডুকেশনাল টেকনোলজি ফোরামের চেয়ারম্যান অনিল সহস্রবুদ্ধে আইআইটি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এনআইটি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইআইএসইআর) এর মত সমস্ত কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থায়িত কারিগরি প্রতিষ্ঠানের এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইআইআইটি)জন্য একটি সাধারণ ভর্তি পরীক্ষার জন্য একটি উপস্থাপনা করেছেন।

এখন বিভিন্ন এনআইটি এবং আইআইটি জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন মেনের মাধ্যমে বিটেক পড়ুয়াদের ভর্তি করে। আইআইটিগুলি জেইই অ্যাডভান্সড-এর মাধ্যমে এই ভর্তির প্রক্রিয়াটি করে। এটি শুধুমাত্র শীর্ষ জেইই প্রধান পরীক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। আর, আইআইএসইআর তাদের সমন্বিত বিএস-এমএস পাঠক্রমের জন্য তাদের নিজস্ব ভর্তি পরীক্ষা করে। বর্তমানে, বিভিন্ন এনআইআইটি এবং আইআইটি জয়েন্ট এন্ট্রান্স এনইপি (জাতীয় শিক্ষা নীতি) এবং সারা দেশে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক কল্যাণের দাবির আলোকে সমস্যাটির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করছে। একাধিক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হচ্ছিল শিক্ষার্থীদের। সূত্রের খবর, সহস্রবুদ্ধের মতে, "একজন শিক্ষার্থীকে বিচার করার জন্য একটি পরীক্ষাই যথেষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, (বিশ্ববিদ্যালয়গুলি) স্কলাস্টিক অ্যাপটিটিউড টেস্ট এবং গ্র্যাজুয়েট রেকর্ড পরীক্ষার মতো সাধারণ পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে ছাত্রদের ভর্তি করে।" সহস্রবুদ্ধে জানিয়েছেন, "আমাদের নয়া প্রস্তাবিত পরীক্ষাটি বছরে বেশ কয়েকবার অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্রদের তাদের মান উন্নত করতে একাধিকবার এটি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। অনেক বেসরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এখন জেইই মেইন এর মাধ্যমে স্নাতক ছাত্রদের ভর্তি করে। যদি এটি বাস্তবে পরিণত হয় তবে কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের জন্য একক প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে তারা তা করতে পারবে।" সহস্রবুদ্ধে বলেন, কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট (কুয়েট)-এর বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্রগুলির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণ স্নাতক পাঠক্রমে ছাত্রদের ভর্তি করে ভবিষ্যতে বি টেক ভর্তির জন্য প্রস্তাবিত একক পরীক্ষার সাথে একত্রিত হতে পারে। উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রক ইউজিসির একজন কর্মকর্তা নিশ্চিত করে বলেন, অনেক শিক্ষার্থী এখন সাধারণ পাঠক্রম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠক্রমের মধ্যে তাদের বিকল্পগুলি খোলা রাখার জন্য কুয়েটের পাশাপাশি জেইই মেইন-এ বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র চান। পরীক্ষার দুটি সেট একত্রিত করলে এই শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র একবার একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। ২০১২ সালে, কপিল সিবাল মানবসম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা) মন্ত্রী থাকাকালীন আইআইটি কাউন্সিল আইআইটি সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় টেক স্কুলে ভর্তির জন্য জেইই মেইনকে একটি একক প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরিণত করার বিষয়ে আলোচনা করেছিল। কিন্তু সে সময় সেটি রূপায়িত করা যায়নি।

## অশান্তির খবর আসছে, ব্যবস্থা নিচ্ছি', দাবি রাজীব সিনহার

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি. স.) : মঙ্গলবার গণনা শুরু হওয়ার ২ ঘণ্টা পর রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে প্রবেশ করলেন কমিশনার রাজীব সিনহা। তিনি প্রচারমাধ্যমে বলেন, 'আমাদের কাছে অশান্তির অভিযোগ আসছে। আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।' গ্রাম দখলের লড়াইয়ে বলি হয়েছেন প্রায় ২৪ জন (কম বা বেশি হতে পারে)। তার মধ্যে তৃণমূল কর্মীরাই বেশি প্রাণ হারিয়েছেন বলে দাবি করছে শাসকদল। এত মানুষের মৃত্যুর দায় কার? সংবাদমাধ্যমে সৌগত রায় বলেন, "মৃত্যুর ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। তবে এর দায় সবাইকে নিতে হবে।" রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে পরোক্ষে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতের দায় পরোক্ষে সৌগত চাপাতে চেয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের ঘাড়ে। তিনি বলেন, "রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন রাজ্য সরকারের অধীনে নেই। বর্তমানে তা আছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের অধীনে। তিনি জেলার প্রশাসনকে শান্তি রাখার দায়িত্ব দিয়েছেন। এখন যদি কোথাও অশান্তি হয় জেলার প্রশাসনকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে।"

উল্লেখ্য, রাজ্যে এতগুলো হিংসার ঘটনায় নির্বাচন কমিশনারকে আগেই কাঠগড়ায় তুলেছে বিরোধীরা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, ইতিমধ্যেই ভোটের হিংসা নিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। সোমবার তিনি বলেন, "মৃত্যুর মিছিল থামার নেই। ৪১ জন মানুষ গণতন্ত্রের উৎসবে নিজেদের বলি দিলেন। এত অস্ত্র কোথা থেকে এল, আমরা এনআইএ তদন্ত চাইব। এত মানুষের মৃত্যুর জন্য সিবিআই তদন্ত দাবি করব।" এদিন সকাল থেকেই রাজ্যের একাধিক জায়গা থেকে সামনে আসে অশান্তির নানা অভিযোগ। সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কমিশনার বলেন, 'আমাদের কাছে অশান্তির অভিযোগ আসছে। আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

## হুগলির ১৮টি গণনাকেন্দ্রে বাঙ্কার বানিয়ে পাহারায় কেন্দ্রীয় বাহিনী

হুগলি, ১১ জুলাই (হি.স.): রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গণনায় মঙ্গলবার হুগলি গণনাকেন্দ্রের সামনে বাঙ্কার বানিয়ে চলছে পাহারা। হুগলি জেলায় ১৮টি গণনাকেন্দ্রে চলছে ভোট গণনা। প্রতিটি কেন্দ্রের সামনে বাঙ্কার বানিয়ে চলছে পাহারা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

হুগলি জেলায় ১৮টি গণনাকেন্দ্রে চলছে ভোট গণনা। এই গণনায় গণনাকেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গণনাকেন্দ্রের ঠিক সামনে, যুদ্ধক্ষেত্রে মতো তৈরি করা হয়েছে বাঙ্কার। গণনার হলগুলির সামনেও অত্যাধুনিক রাইফেল নিয়ে দায়িত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। ঢোকা, বেরোনোর মুখে বাহিনীর তল্লাশির মুখে পড়তে হচ্ছে প্রত্যেককে। ছাড় নেই কারও। পঞ্চায়েত ভোটগণনার ক্ষেত্রে যাকে বিরল বলেই মনে করছেন জেলার মানুষ। তেমনই নিরাপত্তার আঁটসাঁট ছবি ধরা পড় পোলবা-দাদপুরের আলিনগর স্কুলে। সেখানে লাইট মেশিনগান নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন বাহিনীর জওয়ানরা। যদিও এরপরও বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবরও আসছে। তবে আশপাশে সামান্যতম জটলা দেখলেও ছুটে যাচ্ছেন তাঁরা। লাঠি উঁচিয়ে হঠিয়ে দিচ্ছেন জমায়েত। কোথাও অবাধ্য জমায়েতকে ছত্রভঙ্গ করতে মৃদু লাঠিচার্জও করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

# তৃণমূলের চার নেতাকে মণিপুরে পাঠানোর সমালোচন তথাগতর

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি. স.) : তৃণমূলের চার নেতাকে মণিপুরে প্রতিনিধি করে পাঠানোর সমালোচনা করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। মঙ্গলবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, "এই দলটার কি সামান্যতম লজ্জাও নেই! দলের নেতারা (আসলে ল্যাম্পপোস্ট) এক এক করে হাজতে যাচ্ছে সর্বভারতীয় দলের তকমা তো গেছেই, ত্রিপুরা ও গোয়ায় লড়তে গিয়ে মুখ পুড়েছে! পঞ্চায়েত নির্বাচনে আর এক দফা রক্তস্নান এর পরেও চার ল্যাম্পপোস্টকে মণিপুরে প্রতিনিধি করে পাঠাচ্ছে!" অপর একটি টুইটারে তথাগতবাবু লিখেছেন, "মমতাকে কিন্তু অভিনন্দন জানাতেই হবে, এত মুলোর মধ্যে বেছে বেছে কুনাল ঘোষকে দলের মুখপাত্র বানাবার জন্য। একসময়ে মমতাকে প্রকাশ্যে চোর বলে তারপর তার সেবা করা, অম্লানবদনে এইরকম ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা, অর্ধসত্য, বিকৃত সত্য পরিবেশন করতে যে অসীম নির্লজ্জতা লাগে তা আর কেউ পারত না।"

# আপত্তি নেই তুরস্কের, ন্যাটোয় যোগ দিতে চলেছে সুইডেন

আঙ্কারা , ১১ জুলাই (হি.স.): ন্যাটোয় যোগ দেওয়ার বিষয়ে সুইডেনের প্রতি দীর্ঘদিনের আপত্তি তুলে নিয়েছে তুরস্ক। ফলে অবশেষে ন্যাটোয় যোগ দিতে চলেছে সুইডেন। সোমবার দীর্ঘ বৈঠকের পর সুইডেনের প্রতি আপত্তি তুলে নিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়িপ এর্দোগান। প্রসঙ্গত, ন্যাটোয় নতুন কোনও সদস্যের যোগদানের ক্ষেত্রে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তুরস্কের। দীর্ঘদিনের আপত্তি উঠে যাওয়ার পরে খুশি সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন। তিনি বলেন, "সুইডেনের জন্য আজ খুশির দিন। গত বছর জুন মাসের শেষের দিকে ন্যাটো সম্মেলনে জানানো হয়েছিল, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেন ন্যাটোয় যোগ দিলে অমত নেই তুরস্কের। সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে বৈঠক করেছিলেন তিন দেশের প্রতিনিধিরা। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দুই দেশের যোগদান প্রসঙ্গে আপত্তি তুলে নেবে তুরস্ক। এই মর্মে মেমোরেন্ডাম সই করেন তিন দেশের বিদেশমন্ত্রী। ন্যাটোর তরফ থেকেও বিবৃতি দিয়ে এই কথা জানানো হয়। কিন্তু কয়েকদিন পরে আবারও বেঁকে বসে তুরস্ক। এর্দোগানের অন্যতম প্রধান অভিযোগ ছিল, তুরস্কের অন্দরে কুর্দিশদের সমর্থন করে ফিনল্যান্ড ও সুইডেন। কুর্দিশদের জঙ্গি সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করেছে তুরস্কের সরকার। তবে শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থান বদল করেছে তুরস্ক। ন্যাটোয় যোগ দেওয়ার জন্য সুইডেনকে সবুজ সংকেত দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট। তবে এখনও তুরস্কের পার্লামেন্ট সম্মতি পাওয়া বাকি। সেই সম্মতি পেলেই ন্যাটোর সদস্য হতে পারবে সুইডেন। দীর্ঘদিনের আপত্তি উঠে যাওয়ার পরে খুশি সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন। তিনি বলেন, "সুইডেনের জন্য আজ খুশির দিন। ন্যাটোয় যোগদানের ক্ষেত্রে আজ বিশাল বড় পদক্ষেপ করা হয়েছে। অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করব আমরা। অন্যান্য ক্ষেত্রেও একে অপরের পাশে থাকব।" তবে তুরস্কের তরফে যৌথ বিবৃতি ছাড়া অন্য কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা হয়নি।

## গ্রেফতার করেছিল এনআইএ, মঙ্গলবার ভোটে জিতলেন নলহাটির মনোজ

বীরভূম, ১১ জুলাই (হি. স.) : বীরভূমের নলহাটি-১ ব্লকের বানিওর পঞ্চায়েতের বাহাদুরপুর গ্রামের বাসিন্দা মনোজ ঘোষ। তাঁর পাথর ভাঙার কারখানা রয়েছে। গত ২৮ জুন সেখানে হানা দেয় এনআইএ।

সোমবারই তিনি বিস্ফোরক আইনে গ্রেফতার হয়েছিলেন জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে। মঙ্গলবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল প্রকাশ হতেই দেখা গেল অভিযুক্ত ব্যক্তি জিতে গিয়েছেন।

এ বারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বীরভূমের নলহাটির বানিওর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিলেন মনোজ। ৩০৯ ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি। মনোজের জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর অনুগামী এবং তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। ঘটনাচক্রে, পঞ্চায়েত ভোট মিটতেই প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক এবং আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে সোমবার এনআইএ গ্রেফতার করেছিল নলহাটির এই তৃণমূল প্রার্থীকে। এনআইএ-র দাবি, সেই অভিযান চালানোর সময় মনোজের ওই দফতর থেকে ব্যাগবোঝাই বিস্ফোরক এবং একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। সেই বিস্ফোরকের মধ্যে ছিল প্রচুর জিলেটিন স্টিক, ৮৫ হাজার ইলেকট্রিক ডিটোনেটর এবং ২৭০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট।

ওই কাণ্ডে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মনোজ। কিন্তু ভোট মিটতেই তাঁকে তলব করে এনআইএ। বিস্ফোরকের বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এনআইএ-র দাবি, তাঁর দফতর থেকে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি মনোজ। শুধু তাই-ই নয়, তাঁর বক্তব্যে অনেক অসঙ্গতি ধরা পড়ছে। এর পরই গ্রেফতার করা হয় মনোজকে। তাঁকে প্রথমে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তারপর গ্রেফতার করা হয় মনোজকে।

## ভোটে অশান্তি, দেখা পেয়েই তৃণমূল নেতার কাছে অভিযোগ অগ্নিমিত্রার

রানিগঞ্জ, ১১ জুলাই (হি. স.) : রানিগঞ্জের জেমারিতে পঞ্চায়েত ভোটের দিন চলে গুলি। ছলবলপুরে বুথ লুট হয়। সিপিএম-তৃণমূল দু'পক্ষের সংঘর্ষ হয়। দামালিয়াতে বিজেপি পোলিং এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। এই সব কিছুর নেপথ্যে নাম উঠে এসেছিল রানিগঞ্জ পঞ্চায়েতের বিদায়ী সভাপতি তথা তৃণমূলের প্রার্থী বিনোদ নুনিয়ার। মঙ্গলবার রানিগঞ্জে ভোট গণনা কেন্দ্রের বাইরে তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাৎ হল বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের। প্রাথমিকভাবে সৌজন্য বিনিময় হলেও তৃণমূল নেতাকে কার্যত সেদিনের অশান্তির জন্য সরাসরি দায়ী করেন অগ্নিমিত্রা। চুপচাপ হেসে তার জবাব দিলেন বিনোদ।

# পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু ভাঙ্গার নাজ-হত্যার আসামি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত জেল-ফেরার কুখ্যাত হিফজুরের

শিলচর (অসম), ১১ জুলাই (হি.স.) : পুলিশের এনকাউন্টারে ধরাশায়ী হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থানাধীন ভাঙ্গার বছর ২০-এর আহারার আহমেদ ওরফে নাজ-হত্যার মূল আসামি তথা জেল থেকে পলাতক কুখ্যাত হিফজুর রহমান। আজ মঙ্গলবার ভোরে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ খুনি তথা জেল-ফেরার হিফজুর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো এ প্রসঙ্গে জানান, গত ১১ মে শিলচরের কেন্দ্রীয় কারাগারের শৌচাগারের কাছে সীমানা দেওয়ালের নীচে মাটি খুঁড়ে সুরুঙ্গ তৈরি করে আরেক খুনের আসামি দীপ নুনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যায় খুনের দায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হিফজুর। এর পর থেকে তাকে খোঁজে বের করতে পুলিশের কালোঘাম ছুটে। হিফজুরের সন্ধান বের করতে চতুর্দিকে জাল পাতে অসম পুলিশ। গতকাল রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, একটি ম্যাক্সিক্যাবে চড়ে হিফজুর রহমান মেঘালয় সীমান্ত পার হয়ে কাছাড়ে আসছে।

পুলিশ সুপার জানান, ওই খবরের ওপর ভিত্তি করে গতকাল রাতে অসম-মেঘালয় সীমান্তে সশস্ত্র দল নিয়ে পুলিশের আধিকারিকরা ওত পেতে বসেন। গভীর রাতে তার গাড়ির গতিরোধ করে পুলিশের দল তাকে পাকড়াও করে। তাকে তুলে নেওয়া হয় পুলিশের গাড়িতে। কিন্তু বুরুঙ্গা এলাকায় আসার পর প্রস্রাব করার কথা বলে সে। দুই কনস্টেবলকে সঙ্গে দিয়ে তাকে গাড়ি থেকে নামানো হয়। কিন্তু নীচে নামার কিছুক্ষণ পর আচমকা সে পুলিশের দুই কনস্টেবলের ওপর পাল্টা হামলা করে পালানোর চেষ্টা করে। তার হামলায় দুই পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। পুলিশ তখন বাধ্য হয়ে তাকে রুখতে গুলি ছুঁড়ে। এতে সে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায় সে।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে কালাইনের এফআরইউ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থা সংকটজনক বলে রেফার করা হয় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। নিয়ে আসা হয় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এখানে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত ডাক্তাররা তার চিকিৎসা শুরু করেন। কিন্তু আজ ভোরের দিকে খুনের আসামি জেল-ফেরার হিফজুর রহমান মৃত্যুবরণ করে, জানান মাহাতো।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের ২০ নভেম্বর এআইইউডিএফ-এর করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি তথা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী তোফাইল আহমেদের ছেলে কলেজ-ছাত্র আহরার আহমেদ ওরফে নাজ আহমেদ (২০)-কে অপহরণ করেছিল মোটর মেকানিক হিফজুর রহমান। কিন্তু ঘটনার মাস্টারমাইন্ড ছিল সেলিম আহমেদ নামের এক ব্যক্তি। ছেলেকে মুক্তি দিতে ৪০ লক্ষ টাকা পণ দাবি করেছিল সেলিমরা। পরবর্তীতে দর কষাকষি করে মুক্তিপণের মোটা অঙ্কের টাকাও পাঠানো হয়েছিল অপহরণকারীদের কাছে। ইত্যবসরে নাজ আহমেদকে নৃশংসভাবে গুলি করে খুন করা হয়েছিল।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বদরপুরের পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। পাঁচদিন পর গুলিবিদ্ধ নাজের লাশ তার বাড়ি থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে মনসাঙ্গন এলাকার এক টিলায় মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীতে নাজের বাবা তোফাইল আহমেদকে তাঁর মাথায় গুলি করে খুন করা হয়। এর পর বদরপুরের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। উত্তেজিত জনতা পুড়িয়ে দেন সেলিম ও হিফজুরদের বাসা এবং কয়েকটি দোকানঘর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জেলা প্রশাসন বদরপুরে কারফিউ জারি করেছিল।

ইত্যবসরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই সালে নাজ-খুনের মূল অভিযুক্ত হিফজুর রহমান সহ ১৩ জনকে গোপন আস্তানা থেকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় করিমগঞ্জের জেলা ও দায়রা বিচারপতি কমলেন্দু চৌধুরীর আদালতে। প্রায় এক বছর শুনানির পর গত ২০১৩ সালের ৭ জানুয়ারি আদালত হিফজুর সহ ছয়জনকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেয়। এর মধ্যে সেলিম আহমেদ এবং হিফজুর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড, দুজনকে যাবজ্জীবন এবং আরও দুজনকে দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন বিচারপতি কমলেন্দু চৌধুরী।

জেলা আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সেলিম ও হিফজুর গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দাখিল করে।

উচ্চ আদালত তাদের মৃত্যুদণ্ডের রায় বদল করে যাবজ্জীবন কারাবাসের রায় দেয়। এর পর বেশ কিছুদিন পর উভয়কে করিমগঞ্জ জেলা কারাগার থেকে তাদের স্থানান্তর করা হয় শিলচরের কেন্দ্রীয় কারাগারে।

এদিকে, ১১ মে শিলচরের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে হিফজুর রহমানের পালিয়ে যাওয়ার খবরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় বদরপুরে। বহুজন আতঙ্ক বোধ করছিলেন, এবার বোধহয় প্রতিশোধ নিতে আবারও হামলা চালাতে পারে হিফজুর। কিন্তু আজ তার মৃত্যুর খবর শুনে বদরপুরবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন।

# রাজস্থানে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত আইনজীবী নারায়ণ জৈন ও জে পি খেমকা

চুরু ও কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স.): পরশু রাম নগর চুরুতে অবস্থিত সিএম প্যালেসে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত ও সংবর্ধিত করা হয়েছে বিশিষ্ট আইনজীবী নারায়ণ জৈনকে (ন্যাশনাল ডেপুটি প্রেসিডেন্ট, অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার)। চুরুর বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে জে পি খেমকাকেও অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ও পি বাঁশিয়ায়ে বলেছেন, 'তিনি সর্বদা পড়াশোনায় প্রথম হতেন এবং সহকর্মীদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর লেখা 'হাউ টু হ্যান্ডেল ইনকাম ট্যাক্স প্রবলেম' বইটি বেশ জনপ্রিয়।' ওম সারস্বত, যিনি তাঁর সঙ্গে পড়াশোনা করেছিলেন, তিনি বলেছেন, 'আপনার যদি কোনও বন্ধু থাকে তবে সে অবশ্যই নারায়ণ জৈনের মতো হওয়া উচিত, যিনি কঠিন সময়েও আপনাকে ছাড়বেন না, এখন তাঁর ভাবমূর্তি এতটাই দুর্দান্ত যে বড় অধিকারিকরাও ট্যাক্স সমস্যায় তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন।' অধ্যাপক কমল কোঠারি বলেছেন, 'তাঁর কাছে সময়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও, যখনই চুরু থেকে কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যায়, তিনি সর্বদা তাঁদের সহায়তা করেন, তিনি যে কাজটি হাতে নেন তাতে সর্বদা শীর্ষে থাকেন।' বিজেপি রাজস্থানের কোষাধ্যক্ষ পঙ্কজ গুপ্ত বলেছেন, অনেক মন্ত্রী কর সংক্রান্ত প্রকল্প তৈরি করার সময় তাঁর পরামর্শগুলিও অনুসরণ করেন। সবশেষে আইনজীবী নারায়ণ জৈন স্মৃতিচারণ করে বলেন, পরিকল্পনা, নিষ্ঠা এবং কর্তব্যের সঙ্গে কাজ করা হলে কোনও কাজই অসম্ভব নয়। চুরু সর্বদা আমার এবং জে পি খেমকাজির ঘনিষ্ঠ ছিল, এবং যদি চুরুর উন্নয়নের জন্য কোনও প্রকল্প করা হয়, আমরা অবশ্যই সাহায্য করব। মুম্বইয়ের চুরু সিটিজেনস অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি জে পি খেমকাও সম্মানিত হয়েছেন। বাবুলাল শর্মা, বিমল সারস্বত দীনেশ শর্মা, অশোক যোশী, কে কে মহর্ষি, মংটু রাম চোটিয়া, সুরেশ সারস্বত, জিতেন্দ্র ধরেন্দ্র বিশ্বনাথ, রাজগুরু রঘুনাথ খেমকা, পিএল ভার্মা, পঙ্কজ হরিত, অশোক সারস্বত, মুকেশ পিথিসারিয়া-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে পৌরহিত্য বক্তব্য রাখেন চন্দনমল সারস্বত। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মহেন্দ্র শর্মা।

## ইডি-তে সঞ্জয়ের মেয়াদ বৃদ্ধিকে অবৈধ বলল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (হি.স.): প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)-এর ডিরেক্টর পদে সঞ্জয় কুমার মিশ্রর মেয়াদ বৃদ্ধিকে অবৈধ আখ্যা দিল সুপ্রিম কোর্ট। যদিও, শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, চলতি বছরের ৩১ জুলাই অবধি শীর্ষ পদে থেকে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন তিনি। তাঁর বাহিনীর দাপটে বিরোধী শিবির এখন তটস্থ। ইডি-র অধিকর্তা পদে সম্প্রতি মিশ্রের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো হয়।

এই মেয়াদ বৃদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করেই শীর্ষ আদালতে মামলা হয়। সেই মামলায় মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)-এর ডিরেক্টর পদে সঞ্জয় কুমার মিশ্রর মেয়াদ বৃদ্ধি অবৈধ। তবে, চলতি বছরের ৩১ জুলাই অবধি শীর্ষ পদে থেকে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন।

# শেষ পর্যন্ত নিজের আলোতেই জিতলেন 'বিতর্কিত' দুধকুমার

বীরভূম, ১১ জুলাই (হি. স.) : ব্যবধান যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েত ভোটে জিতে খবর হলেন বিজেপির এককালের দাপুটে নেতা দুধকুমার মণ্ডল। বীরভূমের ময়ুরেশ্বরে গ্রাম পঞ্চায়েতে লড়ে জয়ী হলেন দুধকুমার। এর আগে চার বার গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এক বার পঞ্চায়েত সমিতিতে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। এবারও জিতে পরপর ছয়বার জিতলেন দুধকুমার।

কোনওরকম দেওয়াল লিখন না পোস্টার ব্যানার লিখে নয়, শুধুমাত্র মৌখিক প্রচারের মাধ্যমেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন তিনি। জয়ের পরে খুব স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত বিজেপির এই নেতা। একটা সময় বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের কার্যত "চোখে চোখ রেখে" কথা বলতেন দুধকুমার মণ্ডল। দীর্ঘদিন ধরেই জেলায় বিজেপির অন্যতম মুখ তিনি। এর আগেও নেমেছেন নির্বাচনী লড়াইতে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ এবং ২০০৮ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ৪ বার গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন দুধকুমার। এর মধ্যে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ এবং ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন দুধকুমার। আর ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ছিলেন জেলা পরিষদে।

এছাড়া বিধানসভা ও লোকসভা ভোটের লড়াইতেও নামেন বিজেপির এই নেতা। ২০১১ সালে ময়ূরেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে এবং ২০১৬ সালে রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভোটে লড়েন তিনি। যদিও জয়ী হতে পারেননি। এরপর ২০১৯ সালে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র থেকেও ভোটে লড়েন তিনি। যদিও শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে ৮৫,০০০ ভোটে পরাজিত হন দুধকুমার।নির্বাচনী লড়াইয়ের পাশাপাশি জেলায় দলের সংগঠনের দায়িত্বেও ছিলেন দুধকুমার মণ্ডল। একসময় জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। জেলা সভাপতি থাকাকালীন তৃণমূলের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন দুধকুমার।

২০২২ সালে তাঁকে শোকজ করেন বিজেপির বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁকে কোনওরকম রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতেও নিষেধ করা হয়।এই বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত নেন দুধকুমার। একটা সময় শোনা গিয়েছিল দল প্রতীক না দিলে নির্দল প্রার্থী হিসেবেও ভোটে লড়তে পারেন তিনি। যদিও পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁকে টিকিট দেয় বিজেপি। তার প্রেক্ষিতে নির্বাচনী লড়াইতে নামেন দুধকুমার।

তবে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, এবারের নির্বাচনে কোনওরকম দেওয়াল লিখন, বা ব্যানার পোস্টারের সাহায্য নেননি তিনি। গোটা প্রচারটাই চলেছে মৌখিকভাবে। আর তাতেই এসেছে সাফল্য। ব্যালট বাক্স খোলার পর গণনা শেষে দেখা যায়, কম ব্যবধানে (২০০, মতান্তরে ১৪৫) জয় পেয়েছেন দুধকুমার মণ্ডল। তাতেই খুশির হাওয়া জেলা বিজেপির অন্দরের একাংশে।

অন্যদিকে কীর্নাহার ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জয়ী বিজেপির বোলপুর জেলার সাংগঠনিক সভাপতি সন্ন্যাসী চরণ মণ্ডল। ৯০ টি ভোটে জয়ী তিনি। নানুর ব্লকের ১৪৮ নম্বর বুথ থেকে দাঁড়িয়েছিল। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার দিন তাঁর গাড়ি আটকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠে

## বৃষ্টিতে ভিজল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নানা অংশ, স্বস্তির বদলে রয়েছে গুমোটভাব

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি.স.): সকাল থেকেই আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন, রোদের দেখা সেভাবে মেলেনি। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই, আর সেই মতো কিছু সময়ের জন্য হালকা বৃষ্টিতে ভিজল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নানা অংশ। মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, কাকদ্বীপ, নামখানা, জয়নগর-সহ নানা অংশে হালকা বৃষ্টি হয়। তবে, সেই বৃষ্টি খুব বেশি সময় স্থায়ী হয়নি।

বৃষ্টি হলেও, অস্বস্তি ও গুমোটভাবে কাটেনি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত এমনই আবহাওয়া থাকবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকাল থেকে তিলোত্তমাও ছিল মেঘে ঢাকা। মাঝেমধ্যেই উঁকি দিয়েছে সূর্য। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের ঊর্ধে। এদিন কলকাতা ও লাগোয়া অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি।

## সীমানা পেরিয়ে অসমে আশ্রয়, বিশ্বশর্মাকে কৃতজ্ঞতা শুভেন্দুর

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার কারণে ও জীবনের ভয়ে ১৩৩ জন সোমবার অসমের ধুবরি জেলায় আশ্রয় চেয়েছিলেন। মঙ্গলবার টুইটারে এ কথা জানান অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এ ব্যাপারে সহায়তা করায় বিশ্বশর্মাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

হিমন্তবাবু টুইটারে জানিয়েছেন, "আমরা তাদের একটি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় দিয়েছি, সেইসাথে খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছি।" পালটা শুভেন্দুবাবু মঙ্গলবার টুইটারে জবাব দিয়েছেন।

## কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বিধানসভায় পেশ হওয়া বাজেটকে রাজ্যের জনগনের স্বার্থের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেন। যে বাজেট পেশ হয়েছে তা দিয়ে বেকার ও কর্মচারী বঞ্চনার কোন সমাধান হবে না। এটা জনবিরোধ বাজেট। মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

তিনি সরকারের সমালোচনা করে বলেন, রাজ্যের উন্নয়নের দিশা দেখাতে পারবে না এই বাজেট। এই বাজেট নিয়ে যারা রাস্তায় নেমে সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তাদের অবস্থা এ.টি.এম থেকে টাকা তুলে এ.টি.এম -কে ধন্যবাদ জানানোর মতো। সরকারের এই জনবিরোধী বাজেটের জন্য রাজ্যের জনগণ নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। তাহলে সরকারকে আবার কিসের ধন্যবাদ, প্রশ্ন তুললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

তিনি আরো বলেন, বিগত দিনে এই সরকার বাজেটে যে উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেছিল এর অধিকাংশই বাস্তবায়ন হয়নি এবং মানুষ এই সরকারের দুঃখ দুর্দশা কারণে পরিবর্তনের দিকে দিন দিন এগোচ্ছে বলে দাবি করেন আশীষ কুমার সাহা। তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে দাবি করেন জনস্বার্থে উন্নয়নমূলক বাজেট সামনে নিয়ে আসার জন্য। এবং সরকার যে জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী বাজেট পেশ করেছে তা কোনভাবেই কংগ্রেস সমর্থন করে না বলে জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাংখল এবং কংগ্রেস নেতা পার্থ আচার্যী।

## শিক্ষকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

বুকে বেঁধে নতুন করে পথচলা শুরু করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল তারই যন্ত্র। মাত্র ৪৪ বছর বয়সে তিনি না ফেরার দেশে চলে গেলেন। তার এই অকালপ্রয়াণ গভীর শোকাহত সহকর্মীরা। আজ সন্ধ্যায় অজিতকে স্মরণ করতে আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে জমায়েত হলেন ১০৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকারা। মোমবাতি জ্বালিয়ে এবং তার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তার সহযোদ্ধারা। ভারা ক্রান্ত হৃদয়ে তার স্মৃতিচারণ করে সহকর্মী বিজয় কৃষ্ণ সাহা বলেন একদিকে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল অন্যদিকে মানুষের দিশেহারা। অথচ রাজ্য সরকারের হৃদয়ে এখনো পৌঁছায়নি চাকুরীহারা শিক্ষকদের আর্তনাদ। তার জিজ্ঞাসা আর কত লম্বা হবে মৃত্যুর মিছিল। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দশ হাজার তিনশো তেইশ শিক্ষকদের স্বার্থে তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তার রিপোর্টও জমা পড়ে গেছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত জানান। বিজয় কৃষ্ণ বলেন আমরা আশাবাদী বিধানসভায় এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টিকরণ দেবেন। তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা দশ হাজার তিনশ ত্রিশ চাকুরী হারা পরিবার।

## খাদ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ধান কেনার কাজ শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার কৃষকদের কাছ থেকে কুইন্টাল প্রতি ২০৪০ টাকা দরে ধান ক্রয় করছে। এবছর ত্রিপুরা সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ৩৫,০০০ মেট্রিক টন ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় কৃষকবন্ধুদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সর্বদাই সহানুভূতিশীল। কৃষকরা খোলাবাজারে ধান বিক্রি করে যে দাম পান তার থেকে অনেক বেশি দাম পাবেন সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্রে।

শ্রী চৌধুরীর দাবি, এই কর্মসূচির ফলে ধানের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষকদের উৎসাহ বেড়েছে। ফলে, ফলনও বেড়েছে। তাতে, ত্রিপুরা সরকারের আর্থিক বোঝা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। তাঁর কটাক্ষ, অতীতে ত্রিপুরায় এমএসপি-র মাধ্যমে ধান কেনার কোনও বন্দোবস্তই ছিল না। ফলে কৃষকরা বঞ্চিত হতেন।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

## জরুরী পরিষেবা

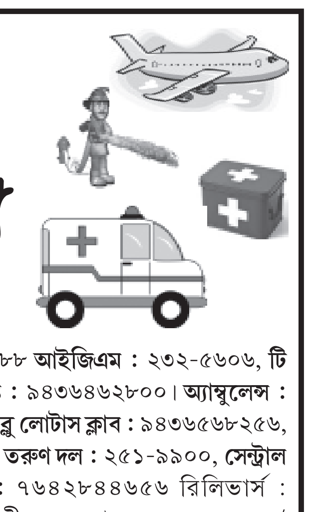

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## ঐতিহ্যবাহী কের পূজা

● প্রথম পাতার পর

পরিবরের ও ত্রিপুরার জনজাতিদের পূজা। কিন্তু, ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে এবং গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম হতেই উভয় পূজার পৃষ্ঠপোষক ত্রিপুরা সরকার স্বয়ং। দুটো পূজার ক্ষেত্রেই সরকারী পুলিশ পূজার পবিত্রতা রক্ষায় নিয়োজিত থাকে।

তবে, কের পূজাকে ঘিরে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞামূলক সংস্কারও রয়েছে। এই পূজার দিনগুলিতে সমাজের প্রধান হয়ে উঠেন চন্তাই। কের পূজার সংস্কার কোনো কারণে কেউ ভঙ্গ করলে চন্তাই মহারাজ তাঁকে শাস্তি দিতে পারেন। আজকাল কের পূজার সস্কার ও বিধিনিষেধ বলবৎ থাকে পুজাস্থল সহ তার বাইরে বিরাট এলাকা জুড়ে। অবশ্য কের পূজার নিয়ম-কানুনের এই গন্ডি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের পশিচম দিকের একটি অংশের মধ্যেই এখন সীমাবদ্ধ। নির্ধারিত ওই এলাকায় লোক জনের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এই সময়ে। রাজবাড়ির বাইরের শহরের নির্দিষ্ট একটি বলয়ের মধ্যেও এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে রাত ১০টা থেকে সকাল ৫ টা পর্যন্ত। ওই সব স্থানে বসবাসকারী লোকজনদের ওই সময়কালে বাড়ি থেকে বেরুতে নিষেধ থাকে। এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে কের পূজার প্রথম ৩২ ঘন্টার সময়কালের জন্য।

আরো নিষেধাজ্ঞা আছে, যেমন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি-কে কের পূজার ওই এলাকায় থাকতে দেওয়া হয় না। তেমনি, ওই অঞ্চলে সেসময় কোনো অন্তস্বত্বা মহিলা থাকলে, কের পূজার পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাঁকে ওই সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শিশুর জন্ম ও মৃত্যুর সম্ভাবনা, যা পূজার পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে, তা রোধ করতেই ওই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় বলে জানা যায়। রাজ পরিবারের সদস্য ও মহারাজার আত্মীয়-স্বজন জুতো পরেন না। এই সময় তাঁদেরকে খালি পায়ে থাকতে হয়। এমনকি, ছাতা ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। আদিভৌতিক শক্তিকে তুষ্ট করতে এই সময়কালে কোনো রকম বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান, নৃত্য, সঙ্গীত, গান-বাজনা করা নিষিদ্ধ থাকে। শুধুমাত্র চন্তাইয়ের সহকারিরার সমবেত স্তোত্র পাঠ করতে পারেন।

চন্তাই বিশ্বাস করেন, কের পূজার এই বিধিনিষেধ অমান্য করলে অশুভ শক্তিকে আহ্বান করা হয় এবং পূজার পবিত্রতা তাতে অশুচি হয়। কের পূজার দিনক্ষণ স্থির হওয়ার পর আগের দিন চন্তাই জিপ গাড়ি চড়ে পূজা স্থলে আসেন।তখন তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে মর্যাদা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে সেখানে থাকেন রাজকর্মচারীরা ও ত্রিপুরা সরকারের দেবস্থান পরিচালন কমিটির কর্মচারীরা। যারা চন্তাই ও তার সহকারীদের খাওয়া-থাকার সুবন্দোবস্ত করেন। পূজা শুরু হয় কামানের গোলা ফাটিয়ে। নাগরিকদের পূজা শুরুর বার্তা জানাতেই এটা করা হয়। এবং পূজার যাবতীয় উপাচার শুরু হয়ে যায়। পূজা শেষ হলেও তেমনি গোলা ফাটানো হয়।

পরদিন ভোরকালে চন্তাই রাজকীয় পোশাক পরে আসেন পুজাস্থলে। তাঁর মাথায় থাকে পাগড়ি, গায়ে রঙিন ঝুলুলে জামা, সাদা ঢিলা কোমরবন্ধ এবং স্বর্ণালী সুতোর তাগা। এই পরিচ্ছদের প্রতিকী অর্থ হলো উপাস্য দেবতা এগুলোর মধ্যেই নিহিত। চন্তাই এরপর তার সহকারীদের নিয়ে এবং পেছনে সরকারী ও রাজকর্মচারীদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে মানিক্য শাসনের হাতির দাঁত ও রুপো দিয়ে তৈরী প্রাচীন সিংহাসনের কাছে গিয়ে সম্মান জানান।

এর পর তাঁরা রাজবাড়ির ভেতর রাখা মঙ্গলচন্ডি দেবীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানান। এর পর তাঁদের উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সদর দেওরি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে নির্ধারিত পবিত্র স্থানের দিকে রওয়ানা করা হয়। ওই পবিত্র স্থান হচ্ছে, আয়তাকার এক খন্ড ভূমি, যা কের পূজার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে প্রস্তুত করে রাখা হয় আগে থেকেই। ওই আয়তাকার ভূমি খন্ডের প্রত্যেক কোনায় সবুজ বাঁশ গাছের খন্ড পুঁতা হয়। এই বাঁশ গাছগুলি উপাস্য দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষদের প্রতিক হিসেবে দেখা হয়ঊ বাঁশের দন্ড গুলির এক একটার এক রক রকম আকৃতি এবং প্রত্যেকটি ফুল দিয়ে মুড়ানো থাকে। এদের উপর একটি জ্যামিতিক আকৃতিতে একটি চাঁদোয়া আটকানো হয়। বাইরের দিক থেকে মন্দিরের সদৃশ এই সজ্জা। চন্তাই ও সহকারীরা উচ্চস্বরে অজানা ভাষায় স্তোত্র উচারণ করতে থাকেন।যা জনসাধারনকে অশুভ প্রভাব থেকে পরিত্রান করে বলে বিশ্বাস। চন্তাই পুজাস্থলে, বাঁশেবাঁশ ঘসে আগুন জ্বালান, পূজার পর ওই আগুনের ভস্ম উপজাতি, অ-উপজাতি লোক-জনেরা ঘরে নিয়ে যান। তারা বিশ্বাস করেন, ওই ভস্ম পরিবারের কল্যাণ করে, অপদেবতার কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। পশু, পাখির বলি দেওয়াও এই পূজার অন্যতম উপাচার।ত্রিপুরার রাজবাড়ি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ও পুরান হাবেলিতে কের পূজা যেমন অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি জনজাতি সাধারণ মানুষ ফসল রোপনের পর গ্রামে গ্রামে সামাজিকভাবে এই পূজা করেন। কের পূজা উপলক্ষ্যে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় রাজ্যবাসীকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং সকলের সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের কামনা করেছেন।

## মহিলার

● প্রথম পাতার পর

দিদিমনি নেই। তাই তার চাকরি বৈধ না। এতদিন তিনি কাজ করেছেন বিনা পারিশ্রমিকে। যখন তিনি বিষয়টি বুঝতে পারলে তখন দপ্তরে গিয়ে আসল সত্যের মুখোমুখি হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

এই ঘটনা শহর থেকে বেশি দূরে নয়, কমলা সাগর বিধানসভার ফুলতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজেশ্বর নগর অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারের। এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে নিন্দার ঝড় বইছে। ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন চাকুরিহারা দিদিমণি। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়েই তিনি জানান গ্রাম প্রধান তাকে এই কেন্দ্রে দিদিমণি হিসেবে নিযুক্ত করে। প্রতিনিয়ত এই সেন্টারে থাকা ২২টি শিশুর পড়াশোনার ও দায়িত্ব নেন তিনি। অথচ এই কেন্দ্রে হেলপার হিসেবে ছিলেন অপর্ণা দেবনাথ। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর থেকে তার নামে নিযুক্তির কাগজ আসলেও প্রধানের দেওয়া চাকরি প্রাপক দিদিমনির কোন কাগজ আসেনি। গোটা বিষয়টি জানার পর তিনি প্রধানকে ফোন করেন বলে জানান।

উত্তরে প্রধান জানান তিনি এ বিষয়ে কিছু জানেন নি। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়া দিদিমণি প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন এই কাজ তিনি করেছেন সুপরিকল্পিতভাবে। তার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। দিদিমনির এই অভিযোগ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে নিন্দার ঝড় ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে। বিরোধীরা অভিযোগ করে বলেন দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে শাসকদলের কর্মী সমর্থকরা। অথচ তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই আক্রমণ নেমে আসছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। দাবি উঠে অবিলম্বে প্রধানের পদত্যাগের।

## ঘুঘুর বাসা

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী টেন্ডার ডেকে বিক্রি করার কথা। কিন্তু টেন্ডার না ডেকে স্টোর কিপারের দায়িত্বে থাকা শ্রীবাস পাল কি করে এগুলো বিক্রি করে টাকা নিজের পকেটস্থ করেছেন তা জানার জন্য সাধারণ মানুষ উদগীব হয়ে আছে। সিডিপিও অয়ন ভৌমিক এবং স্টোর কিপারের দায়িত্বে থাকা শ্রীবাস পাল এই অফিসের প্রতিটি দুর্নীতির সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত আছে বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। তাদেরকে একসময় কংগ্রেস নেতা বর্তমান বিজেপির কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সরকারি টাকা লুটেপুটে খাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। জানা গেছে সিডিপিও অয়ন ভৌমিক এবং স্টোরকিপার শ্রীবাস পালের বিরুদ্ধে যে শোকজ এসেছে তাতে তারা সরকারিভাবে কোনো জবাব না দিয়ে সুব্রত দেবের অনুপ্রেরণায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছে যদি শোকজের শাস্তি থেকে নিজেদেরকে বাঁচানো যায়। তবে এদেরকে প্রহরীর মত বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুব্রত দেব। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা দুর্নীতি মুক্ত রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা এবং মানুষকে সঠিক পরিষেবা দেওয়ার যতই চেষ্টা করুক না কেন, উনার সকল প্রচেষ্টা জল ঢেলে দিচ্ছে গুটিকয়েক লোভি নেতা এবং উৎকোচে অভ্যস্ত কিছু সংখ্যক সরকারি কর্মচারী। রাজ্যের সরকারের প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করে দিয়ে মানুষের আস্থা বিসর্জন দিতে চলেছে কদমতলা সিডিপিও অফিসটি।

## পদ্মের সুভাস

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচনে হিংসা নিয়ে দিল্লিতে দলের সদর দফতরে মুখ খুললেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। তৃণমূলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পাশাপাশি বিজেপি বিরোধী জোটকেও সাংবাদিকদের কাছে আক্রমণ করেছেন তিনি।

পাত্রের প্রশ্ন, বাংলায় এই হিংসা, খুনোখুনির সময় কোথায় লালুপ্রসাদ যাদব, কোথায় নীতীশ কুমার, কোথায় ভালোবাসার দোকান খোলা রাহুল গান্ধী? সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই বিজেপি মুখপাত্র বলেন, "বলা হত, যা বাংলা আজ চিন্তা করে, ভারত তা পরের দিন ভাবে। যে মাটি থেকে বন্দেমাতরম শব্দ উঠে এসেছিল, আজ তৃণমূলের কল্যাণে সেখানেই অপ্রত্যাশিত হিংসা চলছে। এর কোনও নির্বাচনে এই ধরনের হিংসা না আমরা দেখেছি না কোথাও শুনেছি। নির্বাচন এবং হিংসা আজ বাংলায় সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

সম্বিত পাত্র বলেন, বাংলায় নির্বাচনী হিংসা এই প্রথমবার নয়। বিজেপি মুখপাত্র ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে মৃত্যুর খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, "এই দৃশ্য যদি কোনও বিজেপি শাসিত রাজ্যে হত তাহলে হাহাকার পড়ে যেত। সম্বিতের কথায়, "এই সমস্ত নেতা যারা কখনও বেঙ্গালুরুতে হাত ধরাধরি করছে, কখনও অন্য রাজ্যে করছে, মহাজোটের দৃশ্য দেখাচ্ছে সেসব নেতারা এখন কোথায়?"

## টিংকু রায়

● প্রথম পাতার পর

ব্যবসা বাণিজ্য করে আরো অনেককেই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। সে কারণেই শুধুমাত্র সরকারি চাকুরীর উপর নির্ভর না করে এখন থেকেই বেকার যুবক যুবতীদের আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য চেষ্টা চালানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রী বলেন ,রাজ্যে রাবার, বাশ, আগর সহ বহু সম্পদ রয়েছে। এসব সম্পর্কে আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছি না। ত্রিপুরা রাজ্য রাবার উৎপাদনে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য। রাবার থেকে চল্লিশ রকমের সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব। বাশ ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠতে পারে এই রাজ্যে। ছাত্র যুব সমাজকে এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে আগামীর পথ সুগম করতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এদিন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকার ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক সহ সকল অংশের মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের এভাবে উৎসাহিত করার ফলে তারা ভবিষ্যৎ গঠনের কাজে অগ্রসর হতে পারবে বলেও অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

## দিলেন মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রথযাত্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ও ত্রিপুরা সরকারের দপ্তর থেকে নিহত ও আহতদের পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।তিনি আরও বলেন, আহত অবস্থায় যাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন তাঁদের সুস্থ করে তুলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা সরকার।এদিন তিনি বলেন, আজ সকালে জি বি হাসপাতালে কুমারঘাটে উল্টো রথযাত্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট পাঁচজন আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছি। পাশাপাশি তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তর ও মৎস্য দপ্তরের সহায়তায় পাঁচজন আহতদের পরিবারের হাতে ১৫০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন তিনি মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে তাঁদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন।

## সভাপতি

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রীর মোদীর জন্যই ত্রিপুরায় উন্নয়ন হয়েছে। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ত্রিপুরার জনগণে কাছে আবেদন জানিয়েছেন, ভোট দিয়ে মোদীকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করুন।

## দিনমজুর

● প্রথম পাতার পর

শ্রমিকের নাম প্রসেনজিৎ দত্ত। কিন্তু তাঁর বাড়ির ঠিকানা এখনো জানা যায় নি।তিনি কাজের সন্ধানে বটতলায় এসেছিলেন। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন বলে জানিয়েছেন ওই দমকলকর্মী।

# বিজেপির জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে দেবদারু বাজারে ধিক্কার মিছিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ জুলাই।।** গত ৭ ই জুলাই পবিত্র বিধানসভায় যে অশ্বালীন আচরন করেছে বিরোধী বিধায়কগন, তারই প্রতিবাদে দেবদারু বাজারে বিজেপির জনজাতি মোর্চার উদ্দোগে এক ধিক্কার মিছিল সংগঠীত করাহয়। আজকের এই ধীক্কার মিছিলে বিজেপি কর্মীসমর্থকদের পাশাপাশি আই পি এফ টি কর্মী সমর্থকরাও অংশগ্রহন করে। জনজাতি মোর্চার উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই ধিক্কার মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের সকলের জনপ্রীর বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের মুক্তির কান্ডারী তথা বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, যুবকদের আইকন যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী, বিজেপির দক্ষিন জেলার সহ সভাপতি চাথই মগ, বিজেপির দক্ষিন জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিপুল ভৌমিক, জনজাতি মোর্চার মন্ডল সভাপতি সমঞ্জয় ত্রিপুরা, আই পি এফ টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জিতিরাম ত্রিপুরা সহ বিজেপি ও আই পি এফ টির অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের এই ধিক্কার মিছিল শেষে সকলে বাজার সভায় মিলিত হন। বাজার সভায় বক্তব্যরাখতেগিয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া রাজ্যসরকারের জনকল্যানমুখী বাজাটের জন্য রাজ্যসরকারকে ধন্যবাদ জানান ও পবিত্র বিধানসভায় বিরোধী বিধায়কদের আচরনের তিব্র ধিক্কার জানান। জনজাতি মোর্চার উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই মিছিলে ও বাজার সভায় বিজেপি ও আই পি এফ টি কর্মী সমর্থকরা ব্যাপকহারে অংশগ্রহন করে।

# কাঁকসায় তীর ধুনক নিয়ে পাল্টা আক্রমণ সিপিএমের, আহত ১০

দুর্গাপুর, ১১ জুলাই (হি. স.) গণনাতেও বেলাগাম হিংসা। তীর ধনুক নিয়ে পাল্টা রোষ সিপিএমের। মঙ্গলবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত বুদবুদ ও কাঁকসা। দুই গণনা কেন্দ্রে সিপিএমের জেলা পরিষদ প্রার্থীসহ জখম ১০ জন। নজিরবীহিন শিল্পাঞ্চলজুড়ে পঞ্চায়েত তৃণমূল দখল করলেও বিজেপির উত্থান শুরু।পঞ্চায়েত থেকে রক্তক্ষরন শুরু শাসক শিবিরের। বোর্ড গঠনের পথে হাঁটলেও রক্তক্ষরনের শুরু হল তৃণমূলের। নজিরবীহিন শিল্পাঞ্চলজুড়ে পঞ্চায়েত দখল তৃণমূলের। বিজেপির উত্থান শুরু। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার ছিল রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা। গলসী-১ নং ব্লকের সেক্টর অফিস ছিল বুদবুদ মহাকালী স্কুলে। এদিন সকালে নিয়ম মতো প্রার্থীরা কাউন্টিং সেন্টারে ঢুকতে গেলে তৃণমূলের বহিরাগত লোকজন বাধা দেয় বলে অভিযোগ। বিরোধী বিজেপি সিপিএম, কংগ্রেসের প্রার্থী ও কাউন্টিং এজেন্টদের মাটিতে ফেলে পেটায়। ঘটনায় জখম হয় ৬ জন। আহত সিপিএমের জেলা পরিষদের প্রার্থী জয়শ্রী বিষ্ণু জানান,' কাউন্টিং সেন্টারের ভেতরে গতকাল রাত থেকে শাসকদলের হাজারখানেক লোক দখল করে রেখেছিল। সকাল ৬ টা নাগাদ আমাদের ঢুকতে বাধা দেয়। কাউন্টিং পাশ কেড়ে নেয়। লাঠি রড দিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর শুরু করে। তাতে আমাদের তিনজন কর্মী গুরুতর জখম হয়। তাদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। গননা সঠিক হলে গলসী এলাকায় তৃণমূলের বেশকিছু আসনে পরাজয় নিশ্চিত হত জেনে সন্ত্রাস করেছে। আমাদের ঢুকতে না দিয়ে গননায় কারচুপি করবে। তাই আমরা বয়কট করেছি।' অন্যদিকে কংগ্রেস ও বিজেপির একজন করে কাউন্টিং এজেন্ট জখম হয়েছে। যদিও সোমবার রাত থেকে গোটা বুদবুদ বাজারে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের জমায়েত ছিল। সকালে ঘটনার খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে বিশাল পুলিশবাহিনী, কমব্যাট ফোর্স ও কেন্দ্রীয়বাহিনী। বেশ কয়েকটি লজে লুকিয়ে থাকা তৃণমূলের লোকজনদের বের করে পুলিশ। তৃণমূলের গলসী-১ নং ব্লক সহ সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,' বিরোধীরা কাউন্টিং সেন্টারে আসেনি। আমি দায়িত্ব নিয়ে তাদের আসার জন্য অনুরোধ করেছি। কিন্তু আসেনি।'আবার কাঁকসায় সকাল দিকে বিরোধীদের ঢুকতে বাধা দেওয়ায় পাল্টা আক্রমন শুরু করে সিপিএম।এদিন বেলা গড়াতে বিরোধীদের কাউন্টিংয়ে ঢুতে দিলেও পরাজিতদের কটুক্তি ও আশালিন আচরন শুরু করে তৃণমূল বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি দেখে সিপিএম আদিবাসীদের তির ধনুক নিয়ে জমায়েত করে। দুপুর নাগাদ আচমকা তীর ধনুক নিয়ে চলে পাল্টা আক্রমন। আর তাতেই রণক্ষেত্র শুরু হয় কাউন্টিং চত্বরে। দু পক্ষের একপ্রস্ত সংঘর্ষ শুরু হয়। পরিস্থিতি সামল তিে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয়বাহিনী আসরে নামে। বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘড়ুই বলেন,' পরাজয় জেনে, গননাতে কারচুপি করার জন্য বিরোধীদের ঢুকতে দেয়নি তৃণমূল।'যদিও কাঁকসা তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,' সব শান্তিপূর্ণ ছিল। সিপিএম আবারও পুরোনো কায়দায় আদিবাসীদের দিয়ে সন্ত্রাস শুরু করেছে। এদিনের ঘটনা তারই প্রমান। তবে মানুস তাদের জবাব দিয়েছে।' তার মধ্যেই পঞ্চায়েতের গ্রাম সংসদ গননা শেষ হয়। কাঁকসা, গলসী-১ নং ব্লক, অন্ডাল, পান্ডবেশ্বর, লাউদোহা জুড়ে গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল দখল করলেও দ্বীতিয় স্থানে উঠে আসে বিজেপি। গলসী -১ নং ব্লকে ৯ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৯ টি তৃণমূলের দখলে। যার মধ্যে চাকতেঁতুল পঞ্চায়েতে ৪ আসন বিজেপি জয়ী হয়েছে। বুদবুদে দুটি আসনে, মানকরে ১ টি আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছে। আবার কাঁকসা ব্লকে একইরকমভাবে ৭ টি পঞ্চায়েত তৃণমূল দখল করলেও, কাঁকসা পঞ্চায়েতে ১০ টি আসনে বিজেপি জয়ী হয়। বনকাটিতে ৩ টি, ত্রিলোকচন্দ্রপুর, আমলাজোড়া, মলানদীঘি পঞ্চায়েতে ১ টি করে আসনে জয়ী হয় বিজেপি।অন্যদিকে অন্ডাল, পান্ডবেশ্বর ও লাউদোহায় বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েত দখল করে তৃণমূল। এদিন ফলাফল ঘোষনা হতেই বাকি পঞ্চায়েতগুলো দখল করে তৃণমূল। তবে হাতে গোনা কয়েকটি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি সিপিএম।

# রেওয়ারিতে অভিযান চালিয়ে দুটি মদের ঠেক সিল করল ফ্লাইং স্কোয়াড

রেওয়ারি, ১১ জুলাই ১১ জুলাই (হি. স.) : আবগারি দফতরের নিয়ম মেনে হরিয়ানার রেওয়ারি শহরে দুটি মদের ঠেক সিল করে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ফ্লাইং স্কোয়াড এবং আবগারি দফতর মঙ্গলবার বিকেলে এই দুটি মদের দোকানে অভিযান চালায়।আম্বেদকর চকে অবস্থিত ডিসকভারি ওয়াইন স্টোর এবং নাইওয়ালি চকে অবস্থিত জগদীশ ওয়াইন শপ সিম ফ্লাইং এবং আবগারি দফতর একসঙ্গে সিল করে দিয়েছে। পরিদর্শক আশিস জানান, দুজনেই আবগারি নীতিতে নির্ধারিত দামের কম দামে মদ বিক্রি করছিলেন। যার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপের জন্য একটি প্রতিবেদন তৈরি করে অধিদপ্তরের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হবে।প্রসঙ্গত, আবগারি আইন অনুযায়ী, বেশি দামে মদ বিক্রিতে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু কেউ যদি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম দামে মদ বিক্রি করে, তাহলে তা আবগারি আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হয়। মদের দামের হার বিভাগ নিজেই নির্ধারণ করে। মদের কন্ট্রাক্টের বিক্রি বাড়াতে বেশ কিছু মদের ঠিকাদার কয়েকদিন ধরেই কম দামে মদ বিক্রি করছিল।

# পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাঁকুড়ায় তৃণমূলের আধিপত্য

বাঁকুড়া, ১১ জুলাই (হি. স.) : লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলায় তৃণমূল পর্যুদস্ত হলেও পঞ্চায়েতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে শাসক দল। এখনও পর্যন্ত ঘোষিত ফলাফলে তৃণমূল ১৭১৭ আসনে জয়ী। এরমধ্য তৃণমূল ৬৬৪টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে।বিজেপি ৩১৭টি,৯০টি সিপিএম ও কংগ্রেস ৪টি আসন দখল করেছে।এদিন সকাল থেকেই জেলার ২২টি ব্লকে ভোট গননা চলছে। উল্লেখ্য জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন৩১২৯।পঞ্চায়েত সমিতি ৫৬১ এবং জেলা পরিষদে ৫৬টি আসন।

## অভিযান

● প্রথম পাতার পর

গ্রামগঞ্জে কাজ ও খাদ্যের অভাবে মানুষ দিশেহারা জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে রেগার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে পাহাড়ে পানীয় জলের সংকট বিদ্যুতের সংকট কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই।

দারুণভাবে ক্ষতির শিকার কৃষক চাষী জুমিয়ারা। তাদের দাবি থাকবে ২০০ দিনের কাজ, দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা ধান কেনার জন্য সহায়ক মূল্য বাড়ানো ককবরক ভাষাকে অষ্টম তপশীল অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি। এদিন রবীন্দ্র ভবন থেকে বেলা ১১ টায় মিছিল শুরু হয়ে বিধানসভার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জানা গেছে এই অভিযানকে ঘিরে আরক্ষ প্রশাসন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছে।

## মঙ্গলেও প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থর পূর্ণ আস্থা দলের প্রতি

কলকাতা, ১১ জুলাই (হি. স.) : আদালতে ঢোকার মুখে ভোটগণনা শেষের আগেই তৃণমূল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিজে এখনও তৃণমূলের প্রতি আস্থাশীল। জেলবন্দি দশাতেও তা বারবার প্রকাশ করেছেন। এদিনের মন্তব্যও যেন সেই একই ইঙ্গিত করছে।শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দিনের পর দিন জেলবন্দি তিনি। বারবার জামিনের আবেদন নিষ্ফলা। এখনও মেলেনি জামিন। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন আলিপুর আদালতে পেশ করা হয় তাঁকে।আলিপুর আদালতে ঢোকার মুখে সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন জেলবন্দি প্রাক্তন মন্ত্রী। তৃণমূলের জয়ের বিষয়ে আশাপ্রকাশ করে উত্তরে পার্থ বলেন, 'মা-মাটি-মানুষের জয় হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়।' এরপরই তাঁর গাড়ি আদালত চত্বরে ঢুকে পড়ে। উল্লেখ্য, এই প্রথমবার নয়। এর আগেও একাধিকবার তৃণমূলের প্রসঙ্গে মুখ খুলতে দেখা যায় পার্থকে। "তৃণমূলে নবজোয়ার" কর্মসূচির প্রশংসাও করতে শোনা গিয়েছিল তাঁকে। তৃণমূলের মহাসচিব পদে থাকাকালীন ভোটে দলের প্রার্থী নির্বাচনে বড় ভূমিকা ছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের।

**হলফনামা**

আমি **শ্রী হরেকৃষ্ণ দাস,** পিতা-মৃত সতীশ দাস, সাং-জলাপাথর, ডাকঘর- রাজনগর, থানা- পি. আর. বাড়ী, জিলা- দক্ষিণ ত্রিপুরা, বয়স- ৫৬ বছর, জাতি- হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, পেশা- কৃষক, এতদ্বারা হলফ পূর্বক নিম্নে ঘোষনা করিতেছি যে........

আমি উপরিউক্ত ঠিকানায় স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী একজন ভারতীয় নাগরিক।

আমার ভোটার সচিত্র পরিচয় পত্র যাহার নম্বর GNB0322501 এবং আধার কার্ড যাহার নম্বর ৬৪১৭ ২৬৮৯ ০৭১৩ অনুযায়ী আমার প্রকৃত নাম **শ্রী হরেকৃষ্ণ দাস,** কিন্তু আমার পুত্র শ্রী মিলন দাস এর পাসপোর্ট যাহার নম্বর M6350956 এ ভুল বশতঃ আমার নাম হরেকৃষ্ণ দাস এর পরিবর্তে হরকৃষ্ণ দাস লেখা হয়।

আমার পুত্র শ্রী মিলন দাস।

তাই আমি আজ একটি হলফনামা দিয়ে ঘোষনা করিতেছি যে আমি **শ্রী হরেকৃষ্ণ দাস** এবং **শ্রী হরকৃষ্ণ** একই ব্যক্তি, এবং আমি সর্বদা আমার নাম হরেকৃষ্ণ দাস হিসাবে ব্যবহার করি, যা আমার আসল নাম।

**প্রতিপাদন**

উপরে উল্লেখিত বিবৃতিগুলি আমার জ্ঞাত অনুসারে সত্য শুদ্ধ স্বিকারে আমি আমার নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।

**ইতি তাং- ১৬-০৬-২০২৩ ইং**
**আমার পরিচিত এবং**
**আমার দ্বারা চিহ্নিত।**

**নিবেদক**
**হরেকৃষ্ণ দাস**

# সোনামুড়ায় ক্রিকেট : সুপার ফোরে মতিনগর প্লে সেন্টারের ২য় জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। দ্বিতীয় জয় পেলো মতিনগর প্লে সেন্টার। সুপার ফোরে। মঙ্গলবার মতিনগর প্লে সেন্টার ৪৯ রানে পরাজিত করলো ব্লাড ড্রপস ক্লাবকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটে। মেলাঘর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মতিনগর প্লে সেন্টারের গড়া২১৯ রানের জবাবে ব্লাড ড্রপস ক্লাব ১৭০ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের সর্বানন্দ সিনহা অর্ধশতরান করেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে মতিনগর প্লে সেন্টার ২১৯ রান করে। দলের পক্ষে সর্বানন্দ সিনহা ৩৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০, কিশোর দেববর্মা ৩৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, দলনায়ক আর পি সিং ২২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, জাহেদুল হক ৩৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, নান্টু রঞ্জন পাল ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং গনেশ দেববর্মা ২৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৬ রান।ব্লাড ড্রপস ক্লাবের পক্ষে দেবাগ্রত দে ৪৩ রান দিয়ে ৪ টি এবং তনবীর ওসহেল ২৭ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে ব্লাড ড্রপস ক্লাব ৪১.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হাইরয়ে ১৭০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দিবাগ্রত দে ৫২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬, প্রদীপ নট্ট ৪৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭, মহ; জাকির উদ্দিন ৩২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, রাসেদ চৌধুরি ১৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং মিঠুন দাস ৩৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। মতিনগর প্লে সেন্টারের পক্ষে ইকবাল হুসেন ৩৫ রানে ৩টি, রমেশ দেববর্মা ৩৯ রানে ৩ টি এবং দলনায়ক আর পি সিং ২৬ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

# এশিয়ান স্কুল দাবায় অংশ নিতে উজবেকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা আরাধ্যার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। আজ দিল্লি যাচ্ছে দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। বৃহস্পতিবার চড়বে উজবেকিস্তানের বিমানে। এবছর উজবেকিস্তানের তাসকেনে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা। ১৩-২১ জুলাই হবে আসর। দেশের জার্সি গায়ে জড়িয়েওই আসরে খেলবে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির গর্ব দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে দেশের জার্সিও। এশিয়ান আসরে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে অনুজ কুমার এবং অঞ্জু রাণী দাসের একমাত্র মেয়েটি। অনূর্ধ-৯ বিভাগে। শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীটি এবছর তামিলনাড়ুর হুসুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ-৯ বিভাগে তৃতীয় স্থান দখল করে রীতিমতো চমক দিয়েছিলো। ওই সাফল্য জাতীয় দলে জায়গা করে নেয় সে। এশিয়ান আসরে ভালো ফলাফল করতে জোড় প্রস্তুতি নিয়েছে সে।

ভারতীয় যুব দলের কোচ তথা ত্রিপুরার সর্বাকালের সেরা দাবাড়ু ফি ডে মাস্টার প্রসেনজিৎ দত্ত থেকেও নিয়েছেনন বিশেষ প্রস্তুতি। এশিয়ান দাবায় ভালো ফলাফল করা নিয়ে আশাবাদী আরাধ্যাও। মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে আরাধ্যা বলে, 'দেশের পাশাপাশি রাজ্যের সম্মান আমার কাঁধে। চেষ্টা করবো নিজের সেরাটা দিয়ে ভালো ফাফল করতে। এর জন্য রাজ্যবাসীর আশীর্বাদ কামনা করছি'। আরাধ্যার সাফল্য পাওয়া নিয়ে আশাবাদী খোদ প্রসেনজিৎও। আরাধ্যাকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রসেনজিৎ। প্রসঙ্গত: আর আগে এশিয়ান স্কুল আসরে খেলে এসেছিলো সাইনি দাস এবং আর্শিয়া দাস।

# বি-ডিভিশন ফুটবল : ন্যূনতম গোলে মৌচাককে হারিয়ে ১ম জয় পুলিশের

| ত্রিপুরা পুলিস-১ | মৌচাক-০ |
|---|---|

(সঞ্জীব)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। পুলিসের ফাদা জালে আটকে পড়লো মৌচাক। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে পরাজিত করে যে আত্মবিশ্বাস পেয়েছিলো তা একপ্রকার তলানিতে গিয়ে ঠেকলো সুজিত ঘোষের দল মৌচাক ক্লাবের। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পুলিস নূণ্যতম গোলে পরাজিত করে মৌচাক ক্লাবকে। বিজয়ী দলের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেন সঞ্জীব শীল। ম্যাচের শুরু থেকেই বল দখলের হার্ডা হার্ডি লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিলো দুদলের ফুটবলারদের মধ্যে। দুদলের আক্রমণভাগের ফুটবলাররা বেশ কয়েকটি সুযোগ পেলেও তা জালে ঠেলতে ব্যর্থ হয়েছেন। দ্বিতীয়ার্ধে পুলিসের ফুটবলাররা যখন জ্বলে উঠে ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকে তখনই যেনও কিছুটা দমনের অভাব দেখা দেয় মৌচাকের ফুটবলারদের মধ্যে। ওই সুযোগের পুরো ফায়দা তুলেন পুলিসের ফুটবলাররা। বিনোদ কুমার জমাতিয়াদের ক্রমাগত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে মৌচাকের রক্ষণভাগ। ৬৭ মিনিটে সাফল্য পায় ত্রিপুরা পুলিস। দলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন সঞ্জীব শীল। ম্যাচে সমতা ফেরানোর জন্য মৌচাকের ফুটবলাররা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলেও বিপক্ষের রক্ষণভাগ ভাংতে পারেননি। ওই সময় মৌচাক কোচের রণকৌশলেও কিছুটা ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। একসময় দুদলের ফুটবলাররাই অনেকটা টাফ ফুটবল খেলতে থাকেন। ম্যাচকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রেফারি টিঙ্কু দে হলুদ কার্ড দেখান বিজয়ী দলের অমিত দেববর্মা, বিনোদ কুমার জমাতিয়া, কৌশিক দাস এবং বিজীত দলের জয় কুমার জমাতিয়াকে। দুদলই আসরে দুই ম্যাচ খেলে ১ টি করে ম্যাচে জয় পেয়েছে।

# পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে দলীপ ট্রফির ফাইনাল আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। বিসিসিআই আয়োজিত দলীপ ট্রফি ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। খেলা হবে পশ্চিমাঞ্চল বনাম দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে, বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে।

প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চালের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমাঞ্চল গত ৫ থেকে ৮ জুলাই সেমিফাইনাল ম্যাচে মধ্যাঞ্চলের সঙ্গে ড্র করে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পায়। অপরদিকে গাড়ে হনুমা বিহারীর নেতৃত্বাধীন দক্ষিণাঞ্চল একই সময়ে অপর সেমিফাইনালে উত্তরাঞ্চলকে রোমাঞ্চকর ভাবে দুই উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বলা বাহুল্য, ২০২২-২৩ মরশুমে পশ্চিমাঞ্চল দলীপ ট্রফির ফাইনালে ২৫৪ রানের ব্যবধানে দক্ষিণাঞ্চলকে পরাজিত করে ১৯ বারের মতো দলীপ ট্রফি জিতে নিয়েছিল। গতবারের দুই ফাইনালিস্ট হিসেবেই পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল এবার দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে সরাসরি খেলতে পেরেছে। পক্ষান্তরে, এবারের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মধ্যাঞ্চল ১৭০ রানের ব্যবধানে পূর্বাঞ্চল কে হারিয়ে এবং অপর কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তরাঞ্চল ৫১১ রানের বিশাল ব্যবধানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছিল।

# আজ সকালে উমাকান্তের অ্যাস্ট্রোটার্ফে মহিলা ফুটবলের চলমান-ফুলো ঝানো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। টিএফএ আয়োজিত মহিলা লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে ৫ম ম্যাচে আগামীকাল ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাব খেলবে চলমান সংঘের বিরুদ্ধে। খেলা শুরু হবে আগামীকাল সকাল আটটা থেকে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সিনথেটিক অ্যাস্ট্রোটার্ফে। দুই দলই নিজেদের প্রথম ম্যাচে হেরে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। ফুলো ঝানু প্রথম ম্যাচে জম্পুইজলার কাছে ০-২ গোলে হেরে পয়েন্ট খুইয়েছে। অপরদিকে চলমান সংঘও নিজেদের প্রথম খেলায় ০-৭ গোলে হেরেছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বিরুদ্ধে। চার- পাঁচ দিন বিরতি পেয়ে দু-দলের খেলোয়াড়রাই অনুশীলনে কোচদের থেকে নিজেদের ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধনের টিপস সহ প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে। তবে টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল এডি নগর পুলিশ গ্রাউন্ডে ঘাসের মাঠে। কিন্তু আগামীকাল থেকে অনিবার্য কারণে মহিলা লিগ ফুটবলের ম্যাচগুলো উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সিন্থেটিক অ্যাস্ট্রোটার্ফে সরিয়ে আনা হয়েছে। ঘাসের মাঠ থেকে হঠাৎ করে খেলোয়াড়রা অ্যাস্ট্রোটার্ফে আগামীকাল থেকে কেমন দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে টুর্নামেন্টে প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে দুই দলের খেলোয়াড়রাই মরিয়া হয়ে আছে বলে খবর রয়েছে।

**EXPRESSION OF INTEREST FOR ENGAGEMENT OF CHARTERED COST ACCOUNTANT FIRMS BASED IN TRIPURA FOR INTERNAL AUDIT OF ACCOUNTS OF TIDC LTD, SHILPA NIGAM BHAWAN, KHEJURBAGAN, AGARTALA, WEST TRIPURA FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24(3RD Call)**

Sealed quotations are invited from the Chartered Accountant Firms based in Tripura for internal audit of Accounts of TIDC Ltd, Shilpa Nigam Bhawan, Khejurbagan, Agartala, West Tripura for the financial year 2023- 24. The engagement of Chartered/Cost Accounts Firms shall be made through two bid systems i.e.(Technical & Financial) Separately. The Technically qualified Chartered Accountant Firms only can participate the Financial Bid.
1. Last date of receipt of Tender paper: - 21% July, 2023 upto 02.00 PM.
2. Opening of tender paper:- 215 July , 2023 at 04.00 PM, if possible.
Detailed terms & conditions along with Tender Paper will be available in TIDC Ltd website i.e. https://tide.tripura.gov.in/

Sd-
OSD/DDO
TIDC Ltd

ICA/C-1356/23

## ছাওমনুতে ললিত মোহন ফুটবল আজ থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। ধলাই জেলার ছাওমনুতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। ললিত মোহন সাহা মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলা আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। ছাওমনু স্পোর্টস ক্লাব এবং সুরাং বদল ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই ললিত মোহন সাহা মেমোরিয়াল নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে আগামীকাল দ্য চ্যালেঞ্জার একাদশ খেলবে দ্য ব্রু ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে। ১৩ জুলাই দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ফুদন্ধি সাদক খেলবে উদন্ধি সাদক দলের বিরুদ্ধে। ১৪ জুলাই তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে এম.এস.জি.জে খেলবে টিম ই-রিকশা এর বিরুদ্ধে। ১৫ জুলাই চতুর্থ তথা শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে ঝারয়া হানা খেলবে ছৈল্যাংটা ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে। সেমিফাইনাল ম্যাচের ক্রীড়া সূচি পরবর্তী সময়ে জানানো হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা রেফারি এসোসিয়েশনের কাছে এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং সহযোগিতাও চাওয়া হয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

## ম্যাচ কমিশনারের দায়িত্বে চন্দন ধর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। ম্যাচ কমিশনার নিযুক্ত করা হয়েছে। বি-ডিভিশন লীগ ফুটবলকে সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ম্যাচ কমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লীগ ফুটবলের মাঝ পথে হলেও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত এবং তা তাৎক্ষণিক কার্যকরী করার ভূমিকাও নিয়েছে। চলতি বি-ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রাক্তন রেফারি চন্দন ধরকে ম্যাচ কমিশনারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার থেকে তিনি পুরো অবৈতনিক ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালনের কার্যক্রম শুরু করেছেন। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের লীগ কমিটির সচিব তপন সাহা এক বিবৃতিতে ম্যাচ কমিশনার নিযুক্তির খবর জানিয়েছেন।

## ইন্ডো-বাংলা স্পোর্টস ফ্রেন্ডশিপ ফোরাম লন্ডনে সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। স্পোর্টস ফ্রেন্ডশিপ ফোরামকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। আজ, মঙ্গলবার ইন্ডিয়া বাংলাদেশ স্পোর্টস ফ্রেন্ডশিপ ফোরাম লন্ডনের আইবিআইএস হোটেলে বাংলাদেশ ও ভারতের নাগরিকদের দ্বারা সংবর্ধিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ.এস.এম.হায়দার, সিআইপি, আইবিএসএফএফ-এর সভাপতি। আগরতলা থেকে ঢাকা পর্যন্ত শান্তি ব্যাটন র‍্যালিসহ সংগঠনের আসন্ন পরিকল্পনা পেশ করতে মহাসচিব সুজিত কুমার রায়ও উপস্থিত ছিলেন। সব মিলে ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নতিকল্পে ফ্রেন্ডশিপ ফোরামের লন্ডন সফর এক বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে অনুমেয়। লন্ডন থেকে ফোরামের মহাসচিব সুজিত রায় এ খবর জানিয়েছেন।

# আজ থেকে ভাইজাগে ন্যাশনাল মাস্টার্স পাওয়ার লিফটিংয়ের জন্য রাজ্যদল প্রস্তুত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। এশিয়ান মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপের পর এবার ন্যাশনাল মাস্টার্স পাওয়ার লিফটিং আসর। অনুষ্ঠিত হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে ছয় জন মাস্টার্স পাওয়ার লিফটার আগরতলা থেকে বিশাখাপত্তনমের উদ্দেশ্যে আজ, মঙ্গলবার রওয়ানা হয়েছেন। ত্রিপুরা সিনিয়র মাস্টার্স পাওয়ার লিফটিং টিমের সদস্যরা হলেন অমল কুমার ঘোষ, স্বপন চক্রবর্তী, বলরাম দাস, শোভন রায়, শ্রীমতি রিংকু দাস এবং কোচ হিসেবে রয়েছেন শান্তনু সূত্রধর। আগামীকাল থেকে ৫ দিনব্যাপী অর্থাৎ ১৬ জুলাই পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের রজ্জাম-এ ন্যাশনাল মাস্টার্স ইকুইপড পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ক্লাসিক পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ-এর দুটো আসর অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের সিনিয়র পাওয়ার লিফটাররা সেখানে উভয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবেন বলে রাজ্য দলের অধিনায়ক অমল কুমার ঘোষ জানিয়েছেন।রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছার পাশাপাশি সাফল্যও কামনা করা হয়েছে।

# স্কিল ক্যাম্পের জন্য অনূর্ধ-১৯ মহিলা ক্রিকেটারদের বহি:রাজ্যে পাঠানোর প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। রাজ্যের মহিলা ক্রিকেটারদের এবার রাজ্যের বাইরে ফিটনেস কাম স্কিল ক্যাম্পের পাশাপাশি এক্সপোজার ট্রিপে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৬ জন অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেটারকে বাছাইকৃত করা হয়েছে। শিবিরে ডাক পাওয়া মহিলা ক্রিকেটাররা হলেন সদরের অস্মিতা দেবনাথ, বিজয়া ঘোষ, গিয়া মন্ডল, স্নিধা সরকার, অভিধা বর্ধন, সায়ন্তিকা নমঃ দাস, দেবশ্রীতা চৌধুরী, স্নেহা দেবনাথ; বিশালগড়ের অস্মিতা দাস, পায়েল নমঃ; মোহনপুরের পারমিতা চক্রবর্তী, রুপালি দাস, প্রিয়া সরকার, তানিয়া দেব, ভূমিকা নায়েক; খোয়াইয়ের মিনতি বিশ্বাস; শান্তির বাজারের রিফু দেববর্মা, অঙ্কিতা পাটারী, রশ্মী নোয়াতিয়া, অন্তরানি নোয়াতিয়া; লংতরাই ভ্যালির তনুশ্রী সরকার; ধর্মনগরের অর্পিতা দেবনাথ, পৌলমী পাল; কৈলাসহরের স্নিগ্ধা দাস; উদয়পুরের এঞ্জেল পাল; তেলিয়ামুড়ার অস্মিতা দাস। টিম অফিসিয়াল রিতা দেববর্মা, কোচ কিশোর মুহুরী ও সন্দীপ ব্যানার্জি, ফিজিও মিষ্টি দেব, ট্রেইনার সুখেন্দু দে।

নির্বাচিত খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট পারসোনালদের ১৪ জুলাই, শুক্রবার দুপুর ১২ টায় এম বি বি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব তাপস ঘোষ এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৯ বছরের কাজকর্ম নিয়ে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য ধলেশ্বর এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে যান। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

## উত্তরপ্রদেশে আক্রান্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ক্ষতিগ্রস্ত ২টি কোচ

লখনউ, ১১জুলাই (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশে আক্রান্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। গোরক্ষপুর-লখনউ চলন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ল দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় সেমি হাইস্পিড বিলাসবহুল ট্রেনের জানলার কাচ ভেঙে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মোট ২টি কোচ। মঙ্গলবার দুপুরে সোহাবল ও দেবরা কোট স্টেশনের মাঝে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আতঙ্ক ছড়িয়েছে ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ৬টা ৫ মিনিটে গোরক্ষপুর থেকে যাত্রী নিয়ে লখনউয়ের দিকে রওনা দিয়েছিল ২২৫৪৯ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ঘণ্টা দুয়েক পর ৮টা ৪০ মিনিট নাগাদ সোহাবল ও দেবরা কোট স্টেশনের মাঝে চলন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ে বেশ কিছু দুষ্কৃতী। আচমকা এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ট্রেনের যাত্রীরা। তবে ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হলেও থামেনি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। কারা এভাবে চলন্ত বন্দে ভারত ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ল, সে ব্যাপারে তদন্ত হবে বলে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

# খোয়াইয়ে সিপিএম ছেড়ে ৩৪৫ ভোটার যোগ দিলেন বিজেপিতে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।** আবারও দলবদল। পাহাড় সমতল সর্বতই চলছে দলবদলের হিড়িক। প্রতিদিন কোন না কোন বুথে দলে দলে মানুষ যোগদান করছেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে। মোদিজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং রাজ্যের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে নিজেদেরকে শামিল করতে বিভিন্ন বিরোধী দল ত্যাগ করে পদ্ম শিবিরের শামিল হচ্ছে মানুষ, দাবি শাসকদলের। মঙ্গলবার বিকেলে জাম্বুরা এলাকায় ৪টি বুথে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের জাম্বুর এলাকায় চারটি বুথের ১১৩ পরিবারের ৩৪৫ জন ভোটার সিপিআইএম দল ত্যাগ করে ভাজপাতে যোগদান করেন। এই দিন দল ত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাদের বরণ করে নেন মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার। যোগদান সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সহ-সভাপতি প্রণব বিশ্বাস, জাম্বুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুশান্ত দেবনাথ, জাম্বুর এলাকা চারটি বুথের শক্তি কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর স্বপন দেবনাথ এবং চারটি বুথের বুথ সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ডল সভাপতি বলেন মোদিজীর নেতৃত্বে দেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে ২০১৪ সালের পূর্বে এবং ২০১৪ সালের পরবর্তী সময় দেখুন এবং বিচার বিশ্লেষণ করুন দেশের প্রগতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে আকাশ পাতাল ফারাক। মোদিজীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ দ্রুত উন্নয়নের লক্ষে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব দরবারে আজ ভারত সমাদৃত হচ্ছে। অর্থনৈতিক ভাবে ভারত বিশ্বের পঞ্চম শক্তিশালী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডক্টর মানিক সাহা নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করে চলেছেন। শিক্ষা স্বাস্থ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। সরকারের সুযোগ সুবিধা মানুষ এখন ঘরে বসে পেয়ে যাচ্ছে তার জন্য মিছিল মিটিং এ যেতে হয় না। মানুষের সার্বিক কল্যাণে সরকার নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। আসুন সবাই মিলে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে শামিল হই এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দান করে মোদিজীর হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি।

# অসুস্থ নাবালকের পাশে কল্যাণপুরের বিধায়ক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ জুলাই।।** রোগ বালাই এমনই একটা জিনিস যা কখনোই বলে কয়ে আসে না। সাধারণ জ্বর যে সাধারণ জ্বর না। আসলে যে এর ভেতর লুকিয়ে আছে অন্য কোন মারণ ব্যাধী তাও প্রথম অবস্থায় ধরা পরে না। একটা হাসিখুশি কিশোর এর মুখের হাসি কেড়ে নেয় ভয়ঙ্কর রোগ ব্লাড ক্যান্সার। এমনই এক রোগে আক্রান্ত হয়ে এখন জীবন যুদ্ধ চালাচ্ছে কল্যাণপুরের ঘিলাতলীর প্রান্তিক কৃষক রতন দেবনাথের ১২ বয়সী পুত্র পলাশ দেবনাথ। বর্তমানে সে আগরতলা কেন্সার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার তার অসুস্থতার খবর পেয়ে তাকে জিবি হাসপাতালে দেখতে যান কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। তিনি সরকারী ভাবে চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিবার টির পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি যদি পলাশ কে চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে বহিঃরাজ্যে যেতে হয় তাহলেও সরকার তার সাথে থাকবে বলে তিনি জানান। মঙ্গলবার প্রতিবেদকের সাথে কথা প্রসঙ্গে অসুস্থ পলাশের বাবা রতন দেবনাথ জানান বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন তাদের এই ঋণ তিনি কোন দিন শোধ করতে পারবেন না। তিনি জানান বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত এসেও তার পুত্রের খোঁজ খবর নিয়েছেন। তিনি বলেন প্রথমে রোগটি সম্পর্কে পরিবারের কেও বিষয়টি বুঝতে পারেন নি। প্রথমে পলাশ এর জ্বর আসে মাস খানেক আগে। এরপরে তাকে প্রথমে কল্যাণপুর হাসপাতাল, খোয়াই জেলা হাসপাতাল করে জিবি তে আনা হয়। সেই সময় তার রক্তে হিমোগ্লোবিন অস্বাভাবিক ভাবে কমে ছয় এ এসে দাড়ায়। এরপর তারা বন্ডে সই করে তাকে শিলচর নিয়ে যান। কিন্তু সেখানেও কোন আশানুরূপ উন্নতি ঘটে নি। সপ্তাহ খানেক আগে ফের তাকে জিবি তে আনা হয়। এরপর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ধরা পরে পলাশের ব্লাড কেন্সার। সোমবারই তাকে জিবি থেকে কেন্সার হাসপাতালে শিফ করা হয়। জানা গেছে প্রান্তিক কৃষক রতন দেবনাথ বিজেপির যুব মোর্চার মন্ডল সম্পাদক ও। সদা হাসিখুশি থাকা পলাশ পড়াশোনা করে ঘিলাতলী বাঘবেরের নিরঞ্জন সর্দার পাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীতে। এখন সকলেই আশা প্রকাশ করছেন যে যেভাবে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী এবং রাজ্য সরকার পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছেন তাতে সে যেন দ্রুত উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। হাসপাতাল এর বিছানা ছেড়ে যেন সে খেলার মাঠে মেতে ওঠে।

# বেতাগা বাজারে শুরু হলো সরকারিভাবে ধান ক্রয়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ জুলাই।।** রাজ্যসরকার কৃষকদের কাছথেকে সরকারি ভাবে ধানক্রয় করে কৃষকদের আয় দ্বীগুন করারলক্ষ্যে কাজ করেযাচ্ছে। রাজ্যসরকারের এই উদ্দ্যেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে প্রতিনিয়ত কাজকরেযাচ্ছে বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক। তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস ও মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের খাদ্যদপ্তরের যৌথ উদ্দ্যোগে মঙ্গলবার থেকে বেতাগা বাজারে শুরুকরাহলো সরকারিভাবে ধানক্রয়ের কাজ। মঙ্গলবার সরকারি বন্ধ থাকা সত্বেও কৃষকদের জন্য কাজ করেযাচ্ছে কৃষি দপ্তর ও খাদ্য দপ্তর। আজকে ছুটির দিনে কৃষকরা যাতেকরে উনাদের কষ্টে উৎপাদিত ধানগুলি বিক্রির ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার সমস্যার সন্মুখিন হতেনাহয় তারজন্য ধানবিক্রি কেন্দ্রে ছুটে যান বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস, মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক মলয় চৌধুরী, খাদ্য দপ্তরের কর্মী শিবশঙ্কর মজুমদার সহ অন্যান্যরা। উনাদের প্রচেষ্টায় কৃষকরা উনাদের উৎপাদিত ধান সঠিকভাবে বিক্রিকরতে পারছেন। এইধান বিক্রি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সমানে জানান বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস। তিনি জানান এই বছর খোলাবাজারে ধানের মুল্য বৃদ্ধী পাওয়াতে কৃষকরা কমপরিমানে সরকারিভাবে ধান বিক্রিকরতে আসছে। তাই এইবছর ধানক্রয়ের সংখ্যা কিছুটা কম হবার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি জানান আগামী ২০ তারিখ পর্যন্ত ধান ক্রয়ের পক্রিয়া চলবে। এই কেন্দ্রথেকে ১৫০০ এমটি ধান ক্রয়ের তার্গেট থাকলেও এখানে ৭০০ থেকে ১০০০ এমটি ধান ক্রয়ের আশারাখছেন কৃষি দপ্তর। কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাসের সহযোগীতায় আজকে প্রথমদিনে এলাকার কৃষকরা ব্যাপক উৎসাহের সহিত ধান বিক্রিকরার জন্য অংশগ্রহনকরে।

# বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত জোলাইবাড়িতে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ জুলাই।।** সংগঠনকে শক্তাশালী করেগড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজকরেযাচ্ছে জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডলসভাপতি অজয় রিয়াং। মন্ডল সভাপতির উদ্দ্যেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেযাচ্ছে যুবকদের আইকন যুবমোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী। কেশব চৌধুরির উদ্দ্যগে সংগঠনকে শক্তিশালী করগরে তোলার লক্ষে পশ্চিম জোলাইবাড়ী ও দক্ষিন জোলাইবাড়ী এলাকায় যুবকদের নিয়ে এক সাংগঠনিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠীত করাহয়। আজকের এই সাংগঠনিক আলোচনাসভার মাধ্যমে কিভাবে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করেগরে তোলাযায় ও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কিভাবে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করাযায় তানিয়ে আলোচনা করাহয়। যুবমোর্চার উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই সাংগঠনিক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার দক্ষিন জেলার সভাপতি বিপুল ভৌমিক, যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী, মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং সহ যুব মোর্চার অন্যান্য কার্যকর্তরা। একইদিনে সাংগঠনিক বিভিন্ন দিকনিয়ে

# ছন্দে ফিরল শেয়ার বাজার, ঊর্ধ্বমুখী সূচক

মুম্বই, ১১ জুলাই (হি. স.) : ছন্দে ফিরল শেয়ার বাজার। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ঊর্ধ্বমুখী ছিল শেয়ার বাজারের সূচক। ২৭৩.৬৭ পয়েন্ট উঠে সেনসেক্স থামল ৬৫, ৬১৭.৮৪ পয়েন্টে। ৮৩.৫০ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে নিফটি শেষ করল ১৯,৪৩৯.৪০ পয়েন্টে।এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ সেনসেক্স পৌঁছয় দিনের সর্বোচ্চ সূচক ৬৫, ৮৭০.৫৯ পয়েন্টে। এ দিনের সর্বনিম্ন সূচক ছিল ৬৫, ৫১৭.৫৭ পয়েন্ট। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (বিএসই) এ দিন সবচেয়ে বেশি লাভের তালিকায় থাকা সেক্টরগুলির মধ্যে রয়েছে টেলিকম, ক্যাপিটাল গুডা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল্স। এর মধ্যে টেলিকম সেক্টরের লাভের পরিমাণ ২.০৫ শতাংশ, ক্যাপিটাল গুড্সের লাভের অঙ্ক ১.৭৯ শতাংশ। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বা এনএসইতে এই তালিকায় রয়েছে নিফটি অটো, স্মলক্যাপ ১০০, এফএমসিজি। অন্য দিকে, এদিন বিএসইতে সর্বোচ্চ ক্ষতির মুখে পড়েছে মেটাল, ব্যাঙ্কেক্স, ফিন্যান্স। এনএসইতে ০.৪৪ শতাংশ ক্ষতির ফলে এই তালিকায় সবার উপরে নিফটি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস। এই সেক্টরের পরেই রয়েছে ব্যাঙ্ক, মেটাল, সরকারি ব্যাঙ্ক। সংস্থাগুলির তালিকায় মঙ্গলবার সেনসেক্সে ২.৪৮ শতাংশ লাভ করে সবার উপরে শেষ করেছে সান ফার্মা। প্রথম পাঁচে সান ফার্মা ছাড়াও রয়েছে মারুতি সুজুকি, টাটা মোটরস, নেসলে ইন্ডিয়া, আইটিসি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।